ছহীহ কিতাবুদ দো'আ

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

صحيح كتاب الدعاء

تأليف: محمد نور الإسلام

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

কাজলা, রাজশাহী-৬২০৪

হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ৩৮

ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫

১ম প্রকাশ

১৪১৩ বাং/ ১৪২৮ হিঃ/ ২০০৭ ইং

২য় সংস্করণ

হা.ফা.বা.

১৪১৮ বাং/ ১৪৩৩ হিঃ/ ২০১২ ইং

কম্পোজ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

নির্ধারিত মূল্য

৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

Sahih Kitabud Doa by **Muhammad Nurul Islam**, Lecturer, Gangni Degree College, Gangni, Meherpur. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Kajla, Rajshahi, Bangladesh. Ph & Fax : 88-0721-861365.

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। অনাবিল শান্তি বর্ষিত হোক নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর। অতঃপর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম সংকলিত **'ছহীহ কিতাবুদ দো'আ'** বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি। বিগত ২০০৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী-এর গভীর রাত্রিতে সরকারী সন্ত্রাসের শিকার হয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবে**র সাথে কারাবন্দী হন সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। কারাগারের অন্ধকার কুঠরিতে বসে বসে আল্লাহ্র দরবারে ফরিয়াদ আর মুক্তির প্রহর গুণতে গুণতে কেটে যায় ৫০২ দিন। এই দীর্ঘ অবসর কাজে লাগিয়ে তিনি সচরাচর পঠিত দো'আ সমূহ বিভিন্ন বই থেকে নিয়ে খাতায় লিখে সংরক্ষণ করে রাখতেন। যা পরে বেশ বড় আকার লাভ করে। ২০০৬ সালে ৯ জুলাই রবিবার কারামুক্তি লাভের পর তিনি এ সকল দো'আ বই আকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। অতঃপর বেশ-কিছু সংযোজন-বিয়োজনের পর বইটি **'ছহীহ কিতাবুদ দো'আ'** নামে ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয়।

পরবর্তীতে লেখকের একান্ত ইচ্ছা এবং পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'** বইটি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আশা করি বইটি পাঠকের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে **'ছহীহ কিতাবুদ দো'আ'** বইটি তিনটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। **১ম** পর্বে পবিত্র কুরআনের দো'আ সমূহ, ২য় পর্বে ছালাত সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দো'আ সমূহ এবং ৩য় পর্বে রয়েছে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দো'আ সমূহ। বইটির **১ম** পর্বে উৎস ও আমল সহ ৪৫টি কুরআনী দো'আ স্থান পেয়েছে। এছাড়া ২য় পর্বে ৩০ টি ও ৩য় পর্বে ৬৭ টি মূল দো'আসহ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে আনুসঙ্গিক অনেক দো'আর সমাবেশ ঘটেছে। সর্বসাধারণের সুবিধার্থে প্রতিটি দো'আর বাংলা উচ্চারণ এবং অনুবাদ সহজ ভাষায় পেশ করা হয়েছে। হাদীছের নম্বরসমূহ 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক প্রকাশিত ছহীহ বুখারী এবং এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ 'মেশকাত শরীফ' থেকে গৃহীত হয়েছে।

পরিশেষে এমন একটি যরূরী বই উপহার দেয়ার জন্য মাননীয় সংকলককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাথে সাথে প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলের প্রতি রইল আন্তরিক দো'আ। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল কর এবং এটিকে আমাদের পরকালীন নাজাতের অসীলা হিসাবে গ্রহণ কর- আমীন!

-প্রকাশক

ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ

১ম পর্ব :

পবিত্র কুরআন থেকে চয়নকৃত নবী ও রাসূলগণের দো‘আসমূহ।
মোট ৪৫ টি।

২য় পর্ব :

ছালাতের প্রয়োজনীয় ধারাবাহিক দো‘আসমূহ।
৩০ টি মূল দো‘আসহ আনুসঙ্গিক দো‘আসমূহ।

৩য় পর্ব :

দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দো‘আসমূহ।
মোট ৬৭ টি। তাছাড়াও বিবাহের খুৎবা সংযুক্ত করা হয়েছে।

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব

পবিত্র কুরআন থেকে চয়নকৃত দো‘আ সমূহ

দ্বিতীয় পর্ব

ছালাতের প্রয়োজনীয় দো‘আ সমূহ

তৃতীয় পর্ব

ছহীহ হাদীছ থেকে চয়নকৃত দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দো‘আ সমূহ

বিষয় **পৃষ্ঠা নং**

ছহীহ কিতাবুদ দো‘আর উচ্চারণ পদ্ধতি

আরবী হরফ	বাংলা অক্ষর/চিহ্ন	উদাহরণ
أ ء (হামযাহ)	’	বা’সা (بَأْسَ)
ع (আয়িন)	‘	বা‘দা (بَعْدَ)
ط (ত্বা)	ত্ব	আত্ব‘আমা (أَطْعَمَ)
ص (ছোয়াদ) ث (ছা)	ছ	ছাদরী (صَدْرِىْ) তাব‘আছু (تَبْعَثُ)
س (সীন)	স	আস’আলুকা (أَسْئَلُكَ)
ش (শীন)	শ	আশহাদু (أَشْهَدُ)
ظ (যোয়া)	য	যালামতু (ظَلَمْتُ)
ض (যোয়াদ)		ফাযলিকা (فَضْلِكَ)
ذ (যাল)		আ‘ঊযুবিকা (اَعُوْ ذُبِكَ)
ز (ঝা)	ঝ	আনঝিল (أَنْزِلْ)
ج (জীম)	জ	মাজীদ (مَجِيْدُ)
ق (ক্বাফ)	ক্ব	খালাক্বা (خَلَقَ)
টেনে পড়ার জন্য	–	আহইয়া-না- (أَحْيَانَا)/ আ-মানতু (آمَنْتُ)
	ী	‘আযীম (عَظِيْمُ) / বিহী (بِه)
	ঊ	আ‘ঊযুবিকা (اَعُوْذُبِكَ)
	ঈ	সাম‘ঈ (سَمْعِىْ)
	ৃ	রাসূল (رَسُوْلُ) / ‘আবদুহূ (عَبْدُهُ)

দো‘আ করার ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য

দো‘আ (دعــاء) অর্থ ডাকা, কিছু চাওয়া, প্রার্থনা করা প্রভৃতি। বিনয়ের সাথে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করা হ’ল দো‘আ।

আল্লাহ বলেন, তোমরা আমার নিকট দো‘আ কর, আমি তোমাদের দো‘আ কবুল করব’ *(সূরা মুমিন ৬০)*।

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌র নিকট দো‘আ করে এবং সে দো‘আর মধ্যে পাপ ও আত্মীয়তা ছিন্ন করার কথা না থাকে, তবে আল্লাহ উক্ত দো‘আর বিনিময়ে তাকে তিনটির যেকোন একটি দান করেন। ১- তার দো‘আ দ্রুত কবুল করেন অথবা ২- তার প্রতিদান আখেরাতে প্রদানের জন্য জমা রাখেন অথবা ৩- তার থেকে অনুরূপ আরেকটি কষ্ট দূরীভূত করেন। একথা শুনে ছাহাবীগণ বললেন, তাহ’লে আমরা বেশী বেশী দো‘আ করব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ আরও বেশী দো‘আ কবুলকারী *(আহমাদ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১৫২)*।

দো‘আ করার কতিপয় বৈশিষ্ট্য :

* ধৈর্য এবং ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সুন্দরতম নামের অসীলায় বিনয়ের সাথে নীরবে দো‘আ করা।
* ওযূ করে ক্বিবলামুখী হয়ে নেক আমলের মাধ্যমে গভীর আগ্রহের সাথে দো‘আ করা এবং কবুলের জন্য ব্যস্ত না হওয়া।
* হারাম খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র বর্জন করে দু’রাক‘আত ছালাতের পর আল্লাহ্‌র প্রশংসা এবং নবীর উপর দরূদ পড়ে দো‘আ করা।
* অপরাধ স্বীকার করে বিশুদ্ধ নিয়তে দো‘আ করা।

দো‘আ করার উত্তম সময় :

⇒ ছালাতে সিজদায় এবং শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর।

⇒ ক্বদরের রাত্রিতে ও আরাফার দিন।

⇒ আযানের সময়, আযান ও ইক্বামতের মধ্যকার সময় এবং যুদ্ধের সময়।

⇒ জুম‘আর দিনে ইমামের মিম্বরে বসা হ’তে ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়।

⇒ শেষ রাতে এবং ফরয ছালাতের পর।

بسم الله الرحمن الرحيم

॥ প্রথম পর্ব ॥

পবিত্র কুরআন থেকে চয়নকৃত দো'আ সমূহ

১। সন্তানাদি ও আবাসস্থল নিরাপদের জন্য দো'আ :

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَّارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ–

উচ্চারণ: *রাববিজ'আল হা-যা বালাদান্ আ-মিনাওঁ ওয়ারঝুক্ব আহ্লাহূ মিনাছ্ছামারা-তি মান আ-মানা মিনহুম বিল্লা-হি ওয়াল ইয়াওমিল আ-খিরি।*

অর্থ: 'পরওয়ারদেগার! এ স্থানকে তুমি শান্তির স্থান কর এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও ক্বিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস করে তাদেরকে ফলমূল দ্বারা রিযিক দান কর' *(বাক্বারাহ ১২৬)*।

উৎস: ইবরাহীম (আঃ) যখন আল্লাহ্র নির্দেশে তাঁর শিশুসন্তান ইসমাঈলকে ও তাঁর স্ত্রী হাযেরাকে জনমানবশূন্য প্রান্তর বর্তমান কা'বা ঘর ও যমযম কূপের সন্নিকটে রেখে আসেন, তখন উক্ত দো'আ করেন। যাতে করে এই জনমানবহীন মরুপ্রান্তর নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য একটি শান্তির শহরে পরিণত হয়, যাতে এখানে বসবাস করা আতংকজনক না হয় এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহজলভ্য হয়। শহরটি যেন হত্যা, লুণ্ঠন, কাফেরদের অধিকার স্থাপন, বিপদাপদ থেকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ হয়। ইবরাহীম (আঃ)-এর দো'আর ফলেই আল্লাহ তা'আলা মক্কাকে সম্মানিত ও নিরাপদ রেখেছেন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরে দিয়েছেন।[১]

২। দো'আ কবূলের জন্য একান্ত নিবেদন :

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ– وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ–

উচ্চারণ: *রাব্বানা তাক্বাববাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস্ সামী'উল 'আলীম। ওয়াতুব 'আলায়না, ইন্নাকা আনতাত্ তাউওয়াবুর রাহীম।*

অর্থ: 'প্রভু হে! আমাদের নিকট থেকে এই কাজ কবূল কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ। আমাদের ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু' *(বাক্বারাহ ১২৭-২৮)*।

উৎস: ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্র ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে কা'বা গৃহের পুন:নির্মাণ করে কা'বা গৃহের স্থায়িত্ব কামনা এবং কুফর, শিরক, দুশ্চরিত্রতা, হিংসা, লালসা, কুপ্রবৃত্তি, অহংকার ইত্যাদি কলুষ থেকে কা'বা গৃহকে পবিত্র রাখার জন্য উক্ত

---

১. ইবনু কাছীর, তাফসীর আল-কুরআনুল আযীম, পৃঃ ২২৬; বুখারী হা/৩১২২।

দো‘আ করেছিলেন। সেই সাথে তাদের এই ত্যাগ কবুল করার নিবেদন করেছিলেন।[২]

৩। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা করা ও জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচার দো‘আ :

رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ–

উচ্চারণ: *রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্ দুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আ-খিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা ‘আযা-বান্না-র।*

অর্থ: ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর’ *(বাক্বারাহ ২০১)*।

উৎস: মুমিনদের প্রার্থনা পার্থিব কল্যাণের সাথে পরকালের কল্যাণ কামনা করা। আর কাফেরদের প্রার্থনা শুধু পার্থিব। আল্লাহ তা‘আলা এখানে মুমিনদের প্রার্থনার স্বরূপ শিক্ষা দিয়েছেন।

আমল: কা‘বা ঘর তাওয়াফের সময় এই দো‘আ পড়া ভাল। তাছাড়া মুমিন ব্যক্তি সর্বদা এই দো‘আ পাঠ করবে। ছালাতে সালাম ফিরানোর পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত দো‘আ পাঠ করতেন।[৩]

৪। ভুল-ভ্রান্তিবশতঃ কোন কাজ হয়ে গেলে তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করার দো‘আঃ

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِنْ نَّسِيْنَآ أَوْ أَخْطَأْنَا–

উচ্চারণ: *রাব্বানা লা-তুআ-খিয্না ইন্নাসীনা আও আখত্বা’ না।*

অর্থ: ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের দায়ী করো না যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি’ *(বাক্বারাহ ২৮৬)*।

৫। কোন কাজ সহজ হওয়া ও কাজ সম্পাদনে ভুল-ত্রুটি ক্ষমা চাওয়া এবং বরকত চাওয়ার দো‘আ :

رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا، رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَالاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا، وَاغْفِرْلَنَا– وَارْحَمْنَا– أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ–

---

২. ইবনু কাছীর, বুখারী হা/৩১২২।
৩. বুখারী হা/২৬৬৮।

উচ্চারণ: *রাব্বানা ওয়ালা তাহ্মিল ‘আলায়না ইছরান কামা হামালতাহূ ‘আলাল্লাযীনা মিন ক্বাব্লিনা রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা-লা ত্বা-ক্বাতালানা বিহী, ওয়া‘ফু ‘আন্না ওয়াগ্ফির লানা ওয়ারহামনা আনতা মাওলা-না ফান্ছুরনা ‘আলাল ক্বাওমিল কা-ফিরীন।*

অর্থ: ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর ভারী ও কঠিন কাজের বোঝা অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর অর্পণ করেছিলে। হে আমাদের প্রভু! আমাদের উপর এমন কঠিন দায়িত্ব দিও না যা সম্পাদন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু! সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর’ *(বাক্বারাহ ২৮৬)*।

আমল: ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি রাতের বেলায় সূরা বাক্বারাহ্র শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে তা তার জন্য যথেষ্ট’।[৪]

৬। নিজেকে সৎ পথে কায়েম রাখার দো‘আ :

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً- إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ-

উচ্চারণ: *রাব্বানা লা-তুঝিগ্ ক্বুলূবানা বা‘দা ইয্ হাদায়তানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুন্কা রাহমাতা, ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হা-ব।*

অর্থ: ‘হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ দেখানোর পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্যলংঘনে প্রবৃত্ত করো না, তোমার নিকট থেকে আমাদের প্রতি রহমত দান কর। নিশ্চয়ই তুমি সবকিছুর দাতা’ *(আলে ইমরান ৮)*।

গুরুত্ব ও আমল: পথ প্রদর্শন ও পথভ্রষ্টতা আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আসে। আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করতে চান, তার অন্তরকে সৎ কাজের দিকে আকৃষ্ট করে দেন। আর যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান তার অন্তরকে সোজা পথ থেকে বিচ্যুত করে দেন। তিনি যাকে ইচ্ছা সৎপথে কায়েম রাখেন। যখন ইচ্ছা সৎ পথ থেকে বিচ্যুত করেন। কাজেই উক্ত দো‘আ সব সময় পাঠ করা উচিত।

৭। গোনাহ মাফ ও জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচার দো‘আ :

رَبَّنَا إِنَّنَآ آمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

উচ্চারণ: *রাব্বানা ইন্নানা আ-মান্না ফাগফিরলানা যুনূবানা ওয়া ক্বিনা ‘আযা-বান্না-র।*

৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১২৫।

অর্থ: ‘হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয়ই আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গোনাহ সমূহ ক্ষমা করে দাও। আর আমাদের জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর’ *(আলে ইমরান ১৬)*।

গুরুত্ব: মানবকুল সাধারণত: নারী, সন্তান-সন্ততি, স্বর্ণ-রৌপ্য, গবাদি পশু ইত্যাদি আকর্ষণীয় ক্ষেত-খামারের প্রতি মোহগ্রস্ত। এসব হল পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আখেরাতে আল্লাহ্র নিকটে আছে উক্ত ধন-সম্পদের চেয়েও উত্তম উপভোগ্য স্থান জান্নাত। তাই শয়তানের প্রলোভনে যখনই কেউ আখেরাত ভুলে পাপ কাজে লিপ্ত হবে তখনই উক্ত দো‘আ পড়বে।

৮। নেক সন্তান কামনা করে দো‘আ :

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُعَاءِ–

উচ্চারণ: *রাব্বি হাব্‌লী মিল্লাদুনকা যুররিইয়াতান ত্বাইয়েবাতান, ইন্নাকা সামী‘উদ দো‘আ-ই।*

অর্থ: ‘হে আমাদের প্রভু! তোমার নিকট থেকে আমাকে পূত-পবিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা কবুলকারী’ *(আলে ইমরান ৩৮)*।

উৎস: যাকারিয়া (আঃ) বার্ধক্য পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন আল্লাহ তা‘আলা ফলের মওসুম ছাড়াই মরিয়ম (আঃ)-কে ফল দান করে রিযিকের ব্যবস্থা করেন। তখন তাঁর মনে সন্তানের সুপ্ত আকাংখা জেগে উঠলো, তিনি সাহস পেলেন যে, আল্লাহ বৃদ্ধ দম্পতিকেও সন্তান দিতে পারেন। তাই তিনি আল্লাহ্র দরবারে উক্ত দো‘আ করেন। সন্তান হওয়ার জন্য দো‘আ করা পয়গম্বরগণের সুন্নাত *(আলে ইমরান ৩৭-৪১)*।

৯। রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যের উপর অটল থাকার জন্য দো‘আ :

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّهِدِيْنَ–

উচ্চারণ: *রাব্বানা আ-মান্না বিমা আনঝালতা ওয়াত তাবা‘নার রাসূলা ফাক্‌তুবনা মা‘আশ্‌ শা-হিদীন্‌।*

অর্থ: ‘প্রভু হে! আমরা সে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যা তুমি অবতীর্ণ করেছ। আর আমরা রাসূলের প্রতি অনুগত হয়েছি। অতএব আমাদেরকে মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও’ *(আলে ইমরান ৫৩)*।

উৎস: ঈসা (আঃ) যখন মানুষের অবিশ্বাস ও বিরোধিতা লক্ষ্য করলেন, তখন সাহায্যকারীদের আহ্বান করলেন। হাওয়ারীগণ তার সাহায্যে এগিয়ে আসলেন। তাদের ঈমানের দৃঢ়তা, আনুগত্য এবং রাসূলের প্রতি বিশ্বাস যাতে বেশী হয় তার জন্য উক্ত দো‘আ করেছিলেন।[৫]

---

৫. ইবনু কাছীর, কুরতুবী।

১০। জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচার জন্য এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করার জন্য দো‘আ :

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً، سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ- رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ، وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ- رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ آمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا، رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ-

উচ্চারণ: *রাব্বানা মা খালাক্বতা হা-যা বা-ত্বিলান, সুবহা-নাকা ফাক্বিনা ‘আযা-বান্না-র। রাব্বানা ইন্নাকা মান তুদখিলিন্না-রা ফাক্বাদ্ আখঝাইতাহূ, ওয়া মা-লিয্‌যা-লিমীনা মিন্ আনছা-র। রাব্বানা ইন্নানা সামি‘না মুনা-দিআই ইউনা-দী লিল ঈমা-নি আন আ-মিনূ বিরাব্বিকুম ফা আ-মান্না, রাব্বানা ফাগ্‌ফিরলানা যুনূবানা ওয়া কাফ্‌ফির ‘আন্না-সাইয়েআ-তিনা ওয়া তাওয়াফ্‌ফানা মা‘আল আবরা-র।*

অর্থ: ‘হে আমাদের প্রতিপালক! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। পবিত্রতা তোমারই জন্য। আমাদেরকে তুমি জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও। হে প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর তাকে অপমানিত কর। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান আনার জন্য একজন আহ্বানকারীকে আহ্বান করতে শুনে ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদের সকল গোনাহ মাফ করে দাও। আমাদের সকল দোষ-ক্রুটি দূর করে দাও। আর নেক লোকদের সাথে আমাদের মৃত্যু দাও’ *(আলে ইমরান ১৯১-৯৩)*।

উৎস: আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্টি ও সৃষ্টি জগতের উপর চিন্তা-গবেষণা করে তার মাহাত্ম্য ও কুদরত সম্পর্কে অবগত হওয়া একটি মহৎ ইবাদত। এতে গভীর মনোনিবেশ করে শিক্ষা গ্রহণ না করা চরম নির্বুদ্ধিতা। এসব সৃষ্টির পিছনে হাযারো তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করে বেপরোয়া হয়ে যেন জাহান্নামে যেতে না হয়, তার জন্য প্রার্থনা করা ঈমানদারগণের কর্তব্য। ঈমানদারগণ যাতে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি পায়, হাশরের ময়দানে লাঞ্ছিত না হয় এবং ঈমানদারদের সাথে মৃত্যু হয় তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনার জন্য আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন।

আমল: তাহাজ্জুদ ছালাতের জন্য রাত্রে উঠে উক্ত আয়াতগুলো সহ সূরা আলে ইমরানের শেষ পর্যন্ত পড়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এভাবেই পড়তেন।[৬]

---

৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৯৫।

১১। আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করার পাপ থেকে ক্ষমা চাওয়ার দো‘আ :

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا، وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ–

উচ্চারণ: *রাব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগ্ফিরলানা ওয়া তারহামনা লানাকূনান্না মিনাল খা-সিরীন্।*

অর্থ: ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব’ *(আ‘রাফ ২৩)*।

উৎস: আদম ও হাওয়া (আঃ) যখন শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল আস্বাদন করলেন, তখন আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দিলেন। ফলে তাঁরা উভয়ই উক্ত প্রার্থনা করে ক্ষমা চাইলেন। সুতরাং ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমরা দুনিয়ার লোভে নানা ভুল করে আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করছি। তাই সদা-সর্বদা আমাদের উক্ত দো‘আ পাঠ করা উচিত।

১২। অসৎসঙ্গ ত্যাগ করা ও যালিমদের অন্তর্ভুক্ত যাতে না হয় তার জন্য প্রার্থনা :

رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ–

উচ্চারণ: *রাব্বানা লা তাজ‘আলনা মা‘আল ক্বাওমিয্ যা-লিমীন।*

অর্থ: ‘হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে যালিমদের সাথী করো না’ *(আ‘রাফ ৪৭)*।

১৩। নিজের ও ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চেয়ে দো‘আ :

رَبِّ اغْفِرْلِى وَلِأَخِىْ وَأَدْخِلْنَا فِىْ رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ–

উচ্চারণ: *রাব্বিগ্ ফিরলী ওয়ালি আখী ওয়া আদখিলনা ফী রাহমাতিকা, ওয়া আন্তা আরহামুর রা-হিমীন।*

অর্থ: ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করো এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত করো। তুমি তো সর্বাধিক দয়াময়’ *(আ‘রাফ ১৫১)*।

উৎস: মূসা (আঃ) তাঁর কওমকে তাঁর ভাই হারূণ (আঃ)-এর দায়িত্বে রেখে ত্রিশ দিনের জন্য তূর পাহাড়ে গেলেন। আল্লাহ তা‘আলা আরো দশ দিন বাড়িয়ে দিয়ে চল্লিশ দিন করলেন। এদিকে মূসা (আঃ)-এর অনুসারীরা তাঁর আসা বিলম্ব দেখে পথভ্রষ্ট ‘সামেরীর’ গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হয়। হারূণ (আঃ) তাদের বাধা দিলে তার উপর ক্ষিপ্ত হয় এবং তাঁকে উপেক্ষা করে। মূসা (আঃ) ফিরে এসে কওমের ভ্রষ্টতায় ভাইয়ের উপর রাগান্বিত হন। এতে নিজ ও ভাইয়ের ত্রুটি মনে করে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

১৪। যালিমের যুলুম থেকে বাঁচার জন্য দো‘আ :

رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ- وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ-

উচ্চারণ: *রাব্বানা লা- তাজ‘আল্না ফিত্নাতাল্ লিল্ ক্বাওমিয্ যা-লিমীন। ওয়া নাজজিনা বিরাহ্মাতিকা মিনাল ক্বাওমিল কা-ফিরীন।*

অর্থ: ‘হে আমাদের প্রভু! আমাদের উপর এ যালেম কওমের শক্তি পরীক্ষা করো না। আর এই কাফেরদের কবল থেকে তোমার অনুগ্রহে আমাদের মুক্ত করো’ *(ইউনুস ৮৫-৮৬)*।

উৎস: মূসা (আঃ) ও তাঁর অনুসারী যারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছিল তাদের উপর ফেরাউন চরম অত্যাচার শুরু করেছিল এবং ফেরাউনের ভয়ে অনেকেই মনে মনে ঈমান আনলেও প্রকাশ্যে ঈমান আনয়ন করেনি। তারা মূসা (আ:)-এর আবেদনে আল্লাহ্র উপর দৃঢ় ভরসা করে এবং ফেরাউনের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উক্ত প্রার্থনা করলে আল্লাহ মূসা (আঃ) ও তাঁর অনুসারীদের রক্ষা করেন। আর ফেরাউনকে নীল নদে ডুবিয়ে মারেন।[৭]

১৫। অবৈধ ও নিষিদ্ধ বিষয়ের কামনা করলে যে পাপ হয়, তা ক্ষমার জন্য দো‘আ :

رَبِّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِى بِهِ عِلْمٌ، وَإِلاَّ تَغْفِرْلِى وَتَرْحَمْنِــــىْ أَكُنْ مِّنَ الْخَاسِرِيْنَ-

উচ্চারণ: *রাব্বি ইন্নী আ‘ঊযুবিকা আন্ আস্আলাকা মা-লাইসা লী বিহী ‘ইল্মুন্, ওয়া ইল্লা তাগ্ফিরলী ওয়া তার্হাম্নী আকুম্ মিনাল খা-সিরীন।*

অর্থ: ‘প্রভু হে! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে চাওয়া থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো, দয়া না করো তাহ’লে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব’ *(হূদ ৪৭)*।

উৎস: নূহ (আ:)-এর প্লাবনের সময় তিনি অনুগত ও প্রয়োজনীয় ব্যক্তি ও প্রাণীকে নৌকায় তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু তার ছেলে পিতার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে দূরে সরে গেলে এক তরঙ্গ এসে তাকে ডুবিয়ে দিল। তখন নূহ (আঃ) আল্লাহকে বললেন, আল্লাহ আমার পুত্রতো আমার পরিবারভূক্ত। আল্লাহ্ বলেন, নূহ! যে তোমার কথা মানে না সে তোমার সন্তান নয়। নূহ (আঃ) তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে উক্ত দো‘আর মাধ্যমে ক্ষমা চেয়েছিলেন।[৮]

---

৭. ইবনু কাছীর, ত্ব-হা ৭৭, ৭৮ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।
৮. ইবনু কাছীর, হূদ ৪০ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।

১৬। নিজে ও সন্তানাদিকে শির্ক থেকে বাঁচার জন্য দো‘আ :

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ أَنْ نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ–

উচ্চারণ: *রাব্বিজ‘আল হা-যাল বালাদা আ-মিনাওঁ ওয়াজনুবনী ওয়া বানিইয়্যা আন্না‘বুদাল আছনা-ম।*

অর্থ: ‘হে প্রভু! এই শহরকে শান্তিময় করে দাও এবং আমাকে ও আমার সন্তানাদিকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ’ *(ইবরাহীম ৩৫)*।

উৎস: যখন মক্কা নগরী জনবসতিপূর্ণ হয়ে গেল, বালুকাময় ভূমি ফলে পরিপূর্ণ হয়ে গেল, অধিক সুখ শান্তি হওয়ার কারণে জনগণ আল্লাহকে ভুলে গেল এবং জোরহাম গোত্রের লোকেরা মূর্তিপূজা আরম্ভ করে দিল তখন ইবরাহীম (আঃ) তাদের বুঝালেন যে, আল্লাহ্‌র বিভিন্ন নে‘মতর যেমন চন্দ্র-সূর্য, পানি-সমুদ্র, গাছ মিষ্টি ফল সব আল্লাহ্‌র দান। সুতরাং তাঁর ইবাদত করা, শুকরিয়া আদায় করা যরূরী। কিন্তু লোকেরা যখন এতে কর্ণপাত করল না, তখন ইবরাহীম (আঃ) উক্ত দো‘আ করলেন। তাঁর দো‘আ কবুল হওয়ার ফলে মক্কা থেকে মূর্তিপূজা দূর হ’ল এবং মক্কা নগরী আল্লাহ্‌র নে‘মতে পরিপূর্ণ হয়ে শান্তির নগরীতে পরিণত হ’ল।[৯]

আমল: আমাদের দেশের শান্তির জন্য এবং আমাদের সন্তানাদির জন্য উক্ত দো‘আ করা কর্তব্য।

১৭। সন্তানাদি সহ নিজে মুছল্লী হওয়া এবং পিতা-মাতা সহ সমস্ত মুসলিম ব্যক্তির জন্য দো‘আ *(ইবরাহীম আঃ-এর দো‘আ)* :

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلَوٰةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ، رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ– رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ–

উচ্চারণ: *রাব্বিজ‘আলনী মুক্বীমাছ ছালা-তি ওয়া মিন্ যুররিইয়াতী, রাব্বানা ওয়া তাক্বাব্বাল্ দু‘আ। রাব্বানাগ্‌ফিরলী ওয়া লিওয়া-লিদাইয়্যা ওয়া লিল্‌মুমিনীনা ইয়াওমা ইয়াক্বূমুল্ হিসা-ব।*

অর্থ: ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে ছালাত কায়েমকারী করুন এবং আমাদের সন্তানাদিকেও। হে আমাদের প্রভু! আমাদের দো‘আ কবুল করুন। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মুমিনকে ক্ষমা করুন যেদিন হিসাব কায়েম হবে’ *(ইবরাহীম ৪০-৪১)*।

উৎস: ইবরাহীম (আঃ) বায়তুল্লাহ্‌র পুনঃসংস্কারের পর সবাইকে মুছল্লী হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দো‘আ করেন। নিজের জন্য ও সন্তানদের জন্য মিনতি

---

৯. বুখারী; ইবনু কাছীর, বাক্বারাহ ১২৬, ইবরাহীম ৩৫-৩৬ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

সহকারে দো‘আ কবুল হওয়ার আবেদন করেন। মহা হাশরের দিনে যাতে নিজে, নিজের পিতা-মাতা, সমস্ত বিশ্বের মুমিনগণ ক্ষমা পায় তার জন্য উক্তভাবে দো‘আ করেন।

১৮। শত্রুর শত্রুতা থেকে বাঁচার ও রাষ্ট্রীয় সাহায্য পাওয়ার জন্য দো‘আ :

رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا–

উচ্চারণ: *রাব্বি আদ্খিল্নী মুদ্খালা ছিদক্বিওঁ ওয়া আখরিজনী মুখরাজা ছিদক্বিওঁ ওয়াজ ‘আল্লী মিল্লাদুন্কা সুলত্বা-নান নাছী-রা।*

অর্থ: ‘হে আমাদের প্রভু! আমাকে দাখিল করুন সত্যরূপে, বের করুন সত্যরূপে এবং দান করুন আমাকে নিজের নিকট থেকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য’ *(বানী ইসরাঈল ৮০)*।

উৎস: হিজরতের সময় আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এই দো‘আ শিক্ষা দেন। মক্কা থেকে বহির্গমন ও মদীনায় পৌঁছা উভয়টি উত্তমভাবে ও নিরাপদে সম্পন্ন হোক। এই দো‘আর ফলে হিজরতের সময় পশ্চাদগামীদের কবল থেকে তাকে নিরাপদে রেখেছিলেন। ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জানতেন শত্রুদের চক্রান্তজালের মধ্যে অবস্থান করে রিসালাতের কর্তব্য পালন সাধ্যাতীত ব্যাপার, তাই তিনি আল্লাহ্র দরবারে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের জন্য উক্ত দো‘আ করেন।[১০]

১৯। কোন কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য আল্লাহ্র রহমত প্রার্থনা করে দো‘আ :

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا–

উচ্চারণ: *রাব্বানা আ-তিনা মিল্লাদুন্কা রাহমাতাওঁ ওয়া হাইয়্যিই লানা মিন আমরিনা রাশাদা।*

অর্থ: ‘হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে আপনার নিকট থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ সঠিকভাবে সম্পূর্ণ করার তাওফীক্ব দান করুন’ *(কাহ্ফ ১০)*।

উৎস: উক্ত আবেদনগুলো আছহাফে কাহফের। গুহাবাসীগণ যখন বাদশার অত্যাচারে সমাজ ছেড়ে গুহায় আশ্রয় নিচ্ছিলেন তখন যেন তারা আল্লাহ্র হুকুম সঠিকভাবে পালন করতে পারেন সেকারণ উক্ত দো‘আ করেছিলেন।[১১] কোন কাজ আরম্ভ করার প্রথমে উক্ত দো‘আ করা যায়।

---

১০. ইবনু কাছীর, বানী ইসরাঈল ৮০ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।
১১. ইবনু কাছীর, কাহফ ১০ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।

২০। জিহ্বার জড়তা দূর করার দো‘আ *(মূসা আঃ-এর দো‘আ)* :

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ- وَيَسِّرْلِيْ أَمْرِيْ- وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ- يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ-

উচ্চারণ: *রাব্বিশ্‌রাহ্‌লী ছাদরী ওয়া ইয়াস্‌সিরলী আম্‌রী ওয়াহ্‌লুল্‌ ‘উক্বদাতাম্‌ মিল্লিসা-নী, ইয়াফ্‌ক্বাহূ ক্বাওলী।*

অর্থ: ‘হে আমার প্রভু! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও। আমার করণীয় কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও। আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দাও, যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে’ *(ত্বা-হা ২৫-২৮)*।

উৎস: মূসা (আঃ) ফেরাঊনকে দাওয়াত দিতে যাওয়ার সময় উক্ত দো‘আ পাঠ করেছিলেন।

২১। রোগ মুক্তির দো‘আ *(আইউব আঃ-এর দো‘আ)* :

رَبِّ أَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ-

উচ্চারণ: *রাব্বি আন্নী মাস্‌সানিইয়ায্‌ যুর্‌রু ওয়া আন্‌তা আরহামুর রা-হিমীন।*

অর্থ: ‘হে আমার প্রভু! আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি, তুমিই তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু’ *(আম্বিয়া ৮৩)*।

উৎস: আইউব (আঃ) দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হ’লে তাঁর বন্ধু-বান্ধব, সন্তান-সন্ততি সবাই দূরে সরে যায়। অসুস্থতার পূর্বে তাঁকে আল্লাহ অগাধ ধন-সম্পদ, সহায়-সম্পত্তি, দালান-কোঠা, যানবাহন, চাকর-নকর সবই দান করেছিলেন। অসুস্থ হওয়ার পর সবকিছুই তার শেষ হয়ে যায়। এই অসহায় অবস্থায় তিনি উক্ত দো‘আ করেছিলেন। ফলে আল্লাহ তাঁকে পূর্বের ন্যায় সব কিছুই ফিরিয়ে দেন।[১২]

২২। বিপদ থেকে মুক্তির জন্য দো‘আ *(ইউনুস আঃ-এর দো‘আ)* :

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ، إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ-

উচ্চারণ: *লা ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা সুবহা-নাকা, ইন্নী কুন্‌তু মিনায্‌ যা-লিমীন।*

অর্থ: ‘(হে আল্লাহ) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ মহাপবিত্র, নিশ্চয়ই আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি’ *(আম্বিয়া ৮৭)*।

বিশ্লেষণ: তাফসীরে ইবনে কাছীরে উদ্ধৃত হয়েছে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইউনুস (আঃ)-কে মুসেলের নিনওয়াবাসীদের হেদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তাদেরকে দীর্ঘদিন ঈমান ও সৎকর্মের জন্য দাওয়াত দেন। কিন্তু তারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। ইউনুস (আঃ) তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে

---

১২. মা‘আরেফুল কোরআন, ইবনে কাসীর, তাফসীরে, কুরআনিল আযীম।

আল্লাহ্র নির্দেশ ছাড়াই অন্যত্র চলে যান। আল্লাহ তার এই কাজ অপসন্দ করেন। ফলে আল্লাহ্র অসন্তোষে তাকে সমুদ্রে মাছের পেটে থাকতে হয়। পানির নীচে মাছের অন্ধকার পেটে এই বিপদে পড়ে ইউনুস (আঃ) উক্ত দো'আ পাঠ করেছিলেন এবং মুক্তিও পেয়েছিলেন। যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি বিপদে পড়ে এই দো'আ পাঠ করেন আল্লাহ তা কবুল করবেন।

২৩। ক্রোধ ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিরাপদ থাকার দো'আ :

رَبِّ أَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ- وَأَعُوْذُبِكَ رَبِّ أَنْ يَّحْضُرُوْنَ-

উচ্চারণ: *রাব্বি আ'উযুবিকা মিন্ হামাঝা-তিশ্ শাইয়া-ত্বীন। ওয়া আ'উযুবিকা রাব্বি আইঁ ইয়াহ্যুরূন।*

অর্থ: 'হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আমার প্রভু! আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি' *(মুমিনূন ৯৭-৯৮)*।

আমল: আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে শয়তানের প্ররোচনা থেকে বাঁচার জন্য উক্ত আয়াতের মাধ্যমে দো'আ করার নির্দেশ দিয়েছেন। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, শয়তান সব কাজে সর্বাবস্থায় মানুষের কাছে আসে এবং সব সময় অন্তরকে পাপ কাজে প্ররোচনা দিতে থাকে। ঐ প্ররোচনা থেকে বাঁচার জন্য এই দো'আটি শিখানো হয়েছে।

২৪। পিতা-মাতার জন্য দো'আ :

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا -

উচ্চারণ: *রাব্বির হাম্হুমা কামা রাব্বাইয়া-নী ছাগীরা।*

অর্থ: 'হে আমার প্রভু! তাদের (পিতা-মাতা) উভয়ের প্রতি তুমি রহম কর যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন' *(বানী ইসরাঈল ২৪)*।

পিতা-মাতার ষোলআনা সুখ-শান্তি বিধান মানুষের সাধ্যাতীত। কাজেই সাধ্যানুযায়ী দেখার সাথে সাথে তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ করবে।

২৫। আল্লাহ্র রহমত কামনা ও ক্ষমা চাওয়ার দো'আ :

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ-

উচ্চারণ: *রাব্বানা আ-মান্না ফাগ্ফির্ লানা ওয়ারহামনা ওয়া আন্তা খাইরুর রা-হিমীন।*

অর্থ: 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি রহম কর। তুমিতো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু' *(মুমিনূন ১০৯)*।

বিশ্লেষণঃ সূরা মুমিনূনের সর্বশেষ আয়াতগুলো খুবই ফযীলতপূর্ণ ও বরকতময়। আল্লাহ্‌র রহমতে প্রত্যেক উদ্দিষ্ট ও কাম্য বস্তু অর্জিত হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছেন। আর মাগফিরাত কামনায় ক্ষতিকর বস্তু দূর করাকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছেন।[১৩] উক্ত দো‘আ প্রত্যেক মুমিনের ইহকাল ও পরকালের জন্য খুবই উপকারী।

২৬। নিজ স্ত্রী ও সন্তানাদির জন্য দো‘আ :

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا–

উচ্চারণঃ *রাব্বানা হাবলানা মিন আঝওয়া-জিনা ওয়া যুররিইয়া-তিনা ক্বররাতা আ‘ইউনিওঁ ওয়াজ‘আলনা লিলমুত্তাক্বীনা ইমা-মা।*

অর্থঃ ‘হে আমাদের প্রভু! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাক্বীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ কর’ *(ফুরক্বান ৭৪)*।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ কেবল নিজেদের সৎকর্ম ও সংশোধন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন না; বরং তাদের সন্তানাদি ও স্ত্রীদের আমল সংশোধন ও আমল উন্নত করার চেষ্টা করেন। আল্লাহ উক্ত আয়াত দ্বারা গোটা পরিবার উন্নত করার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু উন্নত করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। তাই প্রত্যেক কাজেই আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তার কাছে সাহায্য চাওয়ার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

২৭। শুকরিয়া আদায়ের দো‘আ *(সুলায়মান আঃ-এর দো‘আ)* :

رَبِّ أَوْزِعْنِىْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَى وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَهُ وَأَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ–

উচ্চারণঃ *রাব্বি আওঝি‘নী আন্ আশ্‌কুরা নি‘মাতাকা-ল্লাতী আন্‌‘আম্‌তা ‘আলাইয়্যা ওয়া ‘আলা ওয়া-লিদাইয়্যা ওয়া আন আ‘মালা ছা-লিহান্ তারযা-হু ওয়া আদ্‌খিল্‌নী বিরাহ্‌মাতিকা ফী ‘ইবা-দিকাছ ছা-লিহীন।*

অর্থঃ ‘হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যে নে‘মত তুমি দান করেছ তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তি দান কর। আর আমি যাতে তোমার পসন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে তোমার অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর’ *(নামল ১৯)*।

উৎস : সুলায়মান (আঃ) তাঁর সেনাবাহিনী জিন, মানুষ ও পক্ষীকুলকে সমবেত করে সেনা পরিচালনা করে পিপীলিকা অধ্যুষিত এলাকায় পৌঁছলে তিনি শুনতে

১৩. ইবনে কাছীর।

পেলেন, পিপীলিকাদের সরদার সবাইকে ডেকে বলছে, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর। অন্যথা সুলায়মান ও তাঁর সেনাবাহিনীর অজ্ঞাতসারে তোমরা তাদের পদপিষ্ট হ’তে পার। সুলায়মান (আঃ) উক্ত কথা শুনে মুচকি হাসলেন ও আল্লাহ্র নে‘মতের শুকরগুজার করতে উক্ত বাক্যগুলো দ্বারা দো‘আ করেন।[১৪]

সুতরাং আমাদের উপর কোন নে‘মত আসলে আমাদেরও শুকরিয়া আদায় করা দরকার।

২৮। মুমিন বান্দার ক্ষমার জন্য আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের দো‘আঃ

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ- رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِـــنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

উচ্চারণঃ *রাব্বানা ওয়াসি‘তা কুল্লা শাইয়ির রাহ্মাতাওঁ ওয়া ‘ইল্মান্ ফাগফির লিল্লাযীনা তা-বূ ওয়াত্তাবা‘উ সাবীলাকা ওয়াক্বিহিম্ ‘আযা-বাল্ জাহীম। রাব্বানা ওয়া আদখিল্হুম জান্না-তি ‘আদনিনিল্লাতী ওয়া‘আত্তাহুম ওয়া মান ছালাহা মিন আ-বা-ইহিম ওয়া আঝওয়াজিহিম ওয়া যুররিইয়্যা-তিহিম্, ইন্নাকা আনতাল ‘আঝীঝুল্ হাকীম্।*

অর্থঃ ‘হে আমাদের পালনকর্তা! তোমার রহমত ও জ্ঞান সব কিছুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব যারা তওবা করে এবং তোমার পথে চলে তাদের ক্ষমা করো এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। হে আমাদের পালনকর্তা! আর তাদেরকে দাখিল করো চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা তুমি তাদেরকে দিয়েছ। আর তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়’ *(মুমিন ৭-৮)*।

২৯। যানবাহনে বসে পাঠ করার দো‘আ *(রাসূলুল্লাহ ছাঃ-এর দো‘আ)* :

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَلَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ- وَإِنَّآ إِلَى رِبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ-

উচ্চারণঃ *সুবহা-নাল্লাযী সাখখারা লানা হা-যা ওয়া মা কুন্না লাহূ মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুন্ক্বালিবূন।*

অর্থঃ ‘পবিত্র সত্তা তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। আমরা বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাবো’ *(যুখরুফ ১৩-১৪)*।

---

১৪. ইবনে কাছীর, নামল ১৬-১৯ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

আমলঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সওয়ারীতে বসার সময় এই দো'আ পাঠ করতেন। উক্ত দো'আ পশু ও যান্ত্রিক যানবাহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মুমিনের উচিত সফরের সময় পরকালীন কঠিন সফরের কথা স্মরণ করা, যা অবশ্যই সংঘটিত হবে।

৩০। নৌকা ও জাহাজ ইত্যাদি জলযানে আরোহণের দো'আ (নূহ আঃ-এর দো'আ) **:**

بِسْمِ اللهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَهَا، إِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ–

উচ্চারণঃ *বিস্‌মিল্লা-হি মাজরে-হা ওয়া মুরসা-হা ইন্না রাব্বী লাগাফূরুর রাহীম।*

অর্থঃ 'আল্লাহ্‌র নামেই এর গতি ও স্থিতি, আমার পালনকর্তা অতি ক্ষমাপরায়ণ মেহেরবান' *(হূদ ৪১)*।

উৎসঃ নূহ (আঃ)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, বেঈমান কাফির বাদ দিয়ে আপনার পরিবারবর্গ ও ঈমানদারদের নৌকায় তুলে নিন। নূহ (আঃ) তাই করলেন। তখন বন্যা এসে গেল তিনি উক্ত দো'আ পাঠ করে জাহাজ ছাড়লেন। আমরাও জলযানে আরোহণ করলে উক্ত দো'আ পাঠ করতে পারি।

৩১। সন্তানাদি, পিতা-মাতা ও নিজে আল্লাহ্‌র নে'মতের শুকরিয়া আদায় করা ও সৎ কর্মপরায়ণ হওয়ার জন্য দো'আ :

رَبِّ أَوْزِعْنِىْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَى وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ، إِنِّىْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ–

উচ্চারণঃ *রাব্বি আওযি'নী আন্ আশ্‌কুরা নি'মাতিকাল্লাতী আন'আম্‌তা 'আলাইয়্যা ওয়া 'আলা ওয়া-লিদাইয়্যা ওয়া আন আ'মালা ছা-লিহান্ তারযা-হু ওয়া আছলিহ্‌লী ফী যুররিইয়্যাতী, ইন্নী তুব্‌তু ইলাইকা ওয়া ইন্নী মিনাল মুসলিমীন।*

অর্থঃ 'হে আমার প্রভু! আমাকে শক্তি দাও যাতে আমি তোমার নে'মতের শোকর আদায় করি। যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পসন্দনীয় সৎকর্ম করি। আমার পিতা-মাতাকে সৎকর্ম পরায়ণ করো, আর সন্তানদেরকেও সৎকর্মপরায়ণ করো। আমি তোমার প্রতি তওবা করলাম। আমি তোমার একান্ত একজন আজ্ঞাবহ' *(আল আহক্বা-ফ ১৫)*।

৩২। জ্ঞান, ইলম ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য দো'আ :

رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا– (রাব্বি ঝিদনী 'ইল্‌মা)।

অর্থঃ 'হে প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও' *(ত্বা-হা ১১৪)*।

৩৩। হিংসা-বিদ্বেষ দূর করার দো‘আ :

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ-

উচ্চারণ: *রাব্বানাগ্‌ফির লানা ওয়া লিইখ্‌ওয়া- নিনাল্লাযীনা সাবাক্বূনা বিল ঈমা-নি ওয়ালা তাজ‘আল ফী ক্বুলূবিনা গিল্লাল লিল্লাযীনা আ-মানূ রাব্বানা ইন্নাকা রাঊফুর রাহীম্।*

অর্থ: ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে ও আমাদের আগে যারা ঈমান এনেছে তাদের ক্ষমা কর, ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে প্রভু! নিশ্চয়ই তুমি দয়ালু পরম করুণাময়’ *(হাশর ১০)*।

আমল: আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা‘আলা উক্ত দো‘আর মাধ্যমে সকল মুসলমানকে ছাহাবায়ে কেরামের জন্য ইস্তেগফার ও দো‘আ করার আদেশ দিয়েছেন।

৩৪। কাফেরদের উপর বিজয়ের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা :

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِىْ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ-

উচ্চারণ: *রাব্বানাগ্‌ফির লানা যুনূবানা ওয়া ইসরা-ফানা ফী আম্‌রিনা ওয়া ছাব্বিত আক্বদা-মানা ওয়ান্‌ছুরনা আলাল্ ক্বাওমিল কা-ফিরীন।*

অর্থ: ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের পাপগুলো মোচন করে দাও, আর আমাদের কাজে যতটুকু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে তাও মোচন করে দাও। আমাদেরকে দৃঢ় রাখ এবং কাফেরদের উপর আমাদেরকে সাহায্য কর’ *(আলে ইমরান ১৪৭)*।

বিশ্লেষণ: ওহোদ যুদ্ধের সময় গনীমতের মাল সংগ্রহ করতে গিয়ে মুসলমানদের উপর যে সাময়িক বিপর্যয় নেমে এসেছিল তা যে মুসলমানদের একটু বাড়াবাড়ি ছিল তা বুঝতে পেরে ছাহাবীগণ আল্লাহ্‌র দরবারে আকুল প্রার্থনা করার জন্য আল্লাহ উক্ত দো‘আ শিক্ষা দিয়েছিলেন। সুতরাং আমাদেরও উক্ত দো‘আ করা কর্তব্য।

৩৫। ফিৎনা-ফাসাদ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা :

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ- رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْلَنَا رَبَّنَا، إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

উচ্চারণ: *রাব্বানা 'আলাইকা তাওয়াক্‌কালনা ওয়া ইলাইকা আনাবনা ওয়া ইলাইকাল মাছীর। রাব্বানা লা-তাজ'আলনা ফিত্‌নাতাল লিল্লাযীনা কাফারূ ওয়াগফিরলানা রাব্বানা ইন্নাকা আন্‌তাল্‌ 'আঝীঝুল হাকীম।*

অর্থ: 'হে আমাদের প্রভু! আমরা তোমার উপরই ভরসা করেছি, তোমার দিকেই মুখ করেছি এবং তোমার দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে কাফেরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদের ক্ষমা কর, নিশ্চয়ই তুমি মহা শক্তিধর ও প্রজ্ঞাময়' *(মুমতাহিনা ৪-৫)*।

বিশ্লেষণ: এটি ইবরাহীম (আঃ)-এর দো'আ। তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তোমাদের উপকারের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আমার কিছু করার নেই। ইবরাহীম (আঃ) বিপদে পড়লেন। একদিকে কাফের আত্মীয়-স্বজনের মায়া আর অপরদিকে ইসলামের মুহাব্বত। এটা যেন তার মনে ফিৎনা সৃষ্টি না করে তাই উক্ত প্রার্থনা করেছিলেন।

৩৬। আয়াতুল কুরসী :

اَللهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ، لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ، لَهُ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِه، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِه إِلاَّ بِمَا شَآءَ ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلاَ يَئُوْدُه حِفْظُهُمَا، وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইউল্‌ ক্বাইয়ূম, লা-তা'খুযুহূ সিনাতুওঁ ওয়ালা নাউম লাহূ মা-ফিস সামাওয়া-তি ওয়ামা ফিল আরযি, মান যাল্লাযী ইয়াশ্‌ফা'উ 'ইনদাহূ ইল্লা বিইয্‌নিহী, ইয়া'লামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খালফাহুম ওয়ালা ইউহীতূনা বিশাইয়িম মিন 'ইলমিহী ইল্লা- বিমা-শা-আ, ওয়াসি'আ কুরসিইউহুস্‌ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযা, ওয়ালা-ইয়াঊদুহূ হিফ্‌যুহুমা ওয়া হুয়াল 'আলিইউল 'আযীম।*

অর্থ: 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন প্রকৃত উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সব কিছুই তাঁর। কে আছে এমন যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? দৃষ্টির সামনে ও পিছনে যা কিছু রয়েছে সবই তিনি জানেন। মানুষ ও সমস্ত সৃষ্টির

জ্ঞান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের কোন একটি অংশবিশেষকেও পরিবেষ্টন করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে যতটুকু ইচ্ছা দান করেন তিনি ততটুকু পান। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীন পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলো ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা মহান’ *(বাক্বারাহ ২৫৫)*।

আমল ও ফযীলত: উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ্‌র একক অস্তিত্ব, তাওহীদ ও গুণাবলীর বর্ণনা এক অত্যাশ্চর্য ও অনুপম ভঙ্গিতে করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটিকে সবচেয়ে উত্তম আয়াত বলে উল্লেখ করেছেন। নাসাঈ শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেহ ফরয ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু বাধা দিতে পারে না।[১৫] শয়ন কালে পাঠ করলে সারা রাত্রীতে একজন ফেরেশতা তাকে পাহারা দিবে যাতে শয়তান তার ক্ষতি করতে না পারে।

৩৭। বিপদে ও মুছীবতে পড়লে দো‘আ :

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ–

উচ্চারণ: *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রা-জি‘উন।*

অর্থ: ‘নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহ্‌র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর সান্নিধ্যে ফিরে যাব’ *(বাক্বারাহ ১৫৬)*।

আমল: আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের পরীক্ষা করেন। তিনি ভয়, ক্ষুধা, মাল, সন্তান-সন্ততি, ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করেন। যারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হ’লো যখন তার উপর বিপদ নেমে আসে তখন সে ধৈর্যধারণ করে উক্ত দো‘আ পাঠ করে।

এ দো‘আ পাঠ করলে একদিকে যেমন অসীম ছওয়াব পাওয়া যায় তেমন অর্থের দিকে খেয়াল করে পাঠ করলে বিপদে আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করা যায় এবং তা থেকে উত্তরণ সহজ হয়।

৩৮। শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়ার জন্য দো‘আ :

قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ–

---

১৫. নাসাঈ, ইবনু হিব্বান, সনদ ছহীহ, বুলূগুল মারাম হা/৩২২।

تُوْلِجُ اللَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى اللَّيْلَ، وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ، وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ–

উচ্চারণ: *কুলিল্লা-হুম্মা মা-লিকাল মুল্‌কি তু’তিল মুল্‌কা মান তাশা-উ ওয়া তান্‌ঝি‘উল মুলকা মিম্মান তাশা-উ, ওয়া তু‘ইঝ্‌ঝু মান তাশা-উ ওয়া তুযিল্‌লু মান্ তাশা-উ, বি ইয়াদিকাল খাইর, ইন্নাকা ‘আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। তূলিজুল্ লাইলা ফিন্নাহা-রি ওয়া তূলিজুন্ নাহা-রা ফিল্লাইল, ওয়াতুখরিজুল হাইয়্যা মিনাল মাইয়্যিতি ওয়া তুখরিজুল মাইয়্যিতা মিনাল হাইয়্যি, ওয়া তারঝুক্বু মান তাশা-উ বিগাইরি হিসা-ব।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! তুমি সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর, যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও। আর যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর, যাকে ইচ্ছা অপমান কর। তোমার হাতেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল। তুমি রাতকে দিনের ভিতর প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভিতর প্রবেশ করাও। আর তুমি জীবিতকে মৃতের ভিতর থেকে বের কর এবং মৃতকে জীবিতের ভিতর থেকে বের কর। আর তুমি যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান কর’ *(আলে ইমরান ২৬-২৭)*।

৩৯। বালা-মুছীবত ও মহামারির সময় পিতা-মাতা ও মুমিনদের রক্ষার জন্য ও যালিমদের ধ্বংসের জন্য নূহ (আঃ)-এর দো‘আ :

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلاَ تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ اِلاَّ تَبَارًا–

উচ্চারণ : *রব্বিগ ফিরলি ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া ওয়া লিমান দাখালা বাইতিয়া মুমিনান ওয়ালিল মুমিনীনা ওয়াল মুমিনা-তে ওয়ালা তাযিদিয্‌য-লিমীনা ইল্লা তাবা-রা।*

অর্থ : ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে ক্ষমা করুন, আর যে ব্যক্তি আমার বাড়ীতে মুমিন অবস্থায় প্রবেশ করবে তাকে ক্ষমা করুন এবং সকল মুমিন নর-নারীকে ক্ষমা করুন। আর যালিমদের ধ্বংস বৃদ্ধি করুন’ *(নূহ ২৮)*।

৪০। নিজ বংশে সৎ সন্তান প্রার্থনা করে দো‘আ :

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ–

উচ্চারণ : *রব্বানা তাক্বাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাস সামীউল আলীম, রাব্বানা ওয়াজ'আল্না মুসলিমাইনে লাকা ওয়া মিন জুর্রিয়্যাতিনা উম্মাতাম মুসলিমাতাল লাকা ওয়া আরিনা মানাসিকানা ওয়াতুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাউওয়া-বুর রাহীম।*

অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের প্রার্থনা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ। হে আমাদের রব! আপনি আমাদের দুইজনকে আপনার অনুগত মুসলিম বানিয়ে নিন এবং আমাদের বংশধর থেকে একটি অনুগত দল তৈরী করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু' *(বাক্বারাহ ১২৭-১২৮)*।

আমল : ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্র ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে কা'বা গৃহের পুনঃনির্মাণ করে কা'বা গৃহের স্থায়ীত্ব কামনা, কুফর ও শিরক বিমুক্ত জাতি তৈরীর উদ্দেশ্যে তাঁর বংশে যাতে দ্বীনদার ব্যক্তির আর্বিভাব হয় সে জন্য দো'আ করেন। তাঁর দো'আর ফলেই তাঁর বংশে শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্ম হয়। আমরাও আমাদের বংশে যাতে ভাল লোক তৈরী হয় তার জন্য উক্ত আয়াত দ্বারা দো'আ করতে পারি।

৪১। প্রজ্ঞা ও হিকমত বৃদ্ধির জন্য এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রার্থনা :

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ- وَاجْعَل لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِيْ الْآخِرِيْنَ- وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ-

উচ্চারণ : *রব্বি হাবলী হুকমাও ওয়া আলহিক্নী বিছ্ছা-লিহীন। ওয়াজ'আল লী লিসানা ছিদকিন ফিল আ-খিরীন। ওয়াজ'আলনী মিওঁ ওয়ারাছাতি জান্নাতিন নাঈম।*

অর্থ : 'হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে হিকমত দান করুন এবং সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। হে আল্লাহ! আখেরাতে আমাকে সত্যবাদীদের সাথী করুন এবং আমাকে নাঈম নামক জান্নাতের উত্তরাধিকারী করুন' *(শু'আরা ৮৩-৮৫)*।

৪২। সৎ কর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত থেকে প্রকৃত মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করার জন্য দো'আ :

فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّيْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ-

উচ্চারণ : *ফাতিরাসসামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি, আনতা ওয়ালিয়ইয়ী ফিদ্দুনইয়া ওয়াল আ-খেরাহ। তাওয়াফফানী মুসলিমাওঁ ওয়া আলহিক্নী বিছ্ছা-লিহীন।*

অর্থ : ‘(হে আল্লাহ!) আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, ইহকাল ও পরকালে আপনি আমার অভিভাবক। অতএব আমাকে মুসলিম করে মৃত্যু দান করুন এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন’ *(ইউসুফ ১০১)*।

উৎস : ইউসুফ (আঃ) কারাগার থেকে বের হয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা হাতে পেয়ে পিতা-মাতা ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করে যখন জীবনে শান্তি ফিরে পেলেন তখন সরাসরি আল্লাহ্র প্রশংসা, গুণাবলী বর্ণনা করত ও দো‘আয় মশগূল হয়ে উক্ত দো‘আগুলি করেন। ঈমানের সাথে মৃত্যু কামনা করে আমাদেরও উক্ত দো‘আ করা যাবে।

৪৩। যালিম স্বামীর অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য আসিয়ার দো‘আ :

رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ–

উচ্চারণ : *রব্বিবনি লী ইনদাকা বায়তান ফিল জান্নাতি ওয়া নাজ্জীনি মিন ফির‘আওনা ওয়া আমালিহি ওয়া নাজ্জিনী মিনাল কাওমিযয-লিমীন (তাহরীম ১১)।*

উৎস : মূসা (আঃ)-এর সাথে ফেরাউনের জাদুকর পরাজিত হলে আসিয়া আল্লাহর উপর ঈমান আনেন। নিজ স্ত্রীর ঈমানের খবর শুনে ফেরাউন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে আসিয়াকে মর্মান্তিকভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করে। মৃত্যুর পূর্বে বিবি আসিয়া আল্লাহ্র কাছে উক্ত প্রার্থনা করেন।

৪৪। যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর সম্মুখে দৃঢ় থাকার ও মনোবল বৃদ্ধি, বিজয় প্রার্থনা করে তালূত বাহিনীর দো‘আ :

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ–

উচ্চারণ : *রব্বানা আফরিগ্ আলাইনা ছাবরাও ও ছাব্বিত আক্বদা-মানা ওয়ানছুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরিন (বাক্বারাহ ২৫০)।*

অর্থ : ‘হে আমার পালনকর্তা! আমাদের ধৈর্য দান কর! আমাদেরকে দৃঢ় পদে রাখ এবং আমাদেরকে তুমি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য কর’ *(বাক্বারাহ ২৫০)*।

উৎস : আমালেকা সম্প্রদায়ের বাদশা জালূত বনী ইসরাঈলের সেনাপতি তালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তালূত আশি হাযার সৈন্য নিয়ে জালূতের বিরুদ্ধে রওয়ানা হয়। আল্লাহ পাক সৈন্যদের পরীক্ষা করার জন্য পানি না পান

করে একটি নদী পার হওয়ার ঘোষণা দেন। যারা পানি পান করবে না তারাই মুমিন। কিন্তু দেখা গেল ৮০ হাযারের মধ্যে মাত্র ৩১৩ জন পানি পান করেনি। ঐ ৩১৩ জন মুমিন সৈন্য জালুতের বিশাল বাহিনীর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আল্লাহ্‌র সাহায্য চেয়ে উক্ত দো‘আ করেছিলেন। আল্লাহ তার দো‘আ কবুল করেছিলেন। তাই বিশাল শক্তিধর জালূত পরাজিত হয়েছিল।

৪৫। পাপ ক্ষমা করে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য দো‘আ :

رَبَّنَا اِنَّنَا اَمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ–

উচ্চারণ : *রব্বানা ইন্নানা আমান্না ফাগফিরলানা জুনূবানা, ওয়া ক্বিনা আযাবান্নার।*

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি সুতরাং তুমি আমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হ’তে রক্ষা কর’ *(আলে ইমরান ১৮)*।

কুরআনের কতিপয় আয়াতের জওয়াব:

(১) ‘সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ‘লা’-এর জওয়াবে বলতে হয়- ‘সুবহা-না রাব্বিয়াল আ‘লা’ (আমি আমার উচ্চ মর্যাদাবান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি)।[১৬]

(২) সূরা আল-ক্বিয়ামাহ-এর শেষে জওয়াবে বলতে হয়- ‘সুবহা-নাকা ফা বালা’ (হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, হ্যাঁ তুমি মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম)।[১৭]

(৩) ‘ফাবি আইয়্যি আ-লা-ই রাব্বিকুমা-তুকাযযিবা-ন’-এর জওয়াবে বলতে হয়- ‘লা-বিশাইয়িম মিন নি‘আমিকা রাব্বানা-নুকাযযিবু ফালাকাল হামদ’ (প্রভু হে! আমরা তোমার কোন নি‘আমতকেই অস্বীকার করি না, তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা)।[১৮]

(৪) সূরা আল-গাশিয়াহর শেষে জওয়াবে বলতে হয়- ‘আল্লা-হুম্মা হা-সিবনী হিসা-বাই ইয়াসীরা’ (হে আল্লাহ! আমার নিকট হতে সহজ হিসাব নিও)।[১৯] উল্লেখ্য, এটি শুধু সূরা গাশিয়ার সাথেই নির্দিষ্ট নয়। বরং ছালাতের মধ্যে যেখানেই হিসাব সংক্রান্ত আলোচনা আসবে সেখানেই পড়া যাবে।

---

১৬. আহমাদ, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৭৯৯।
১৭. বায়হাক্বী, আবুদাঊদ হা/৮৮৪।
১৮. তিরমিযী, মিশকাত হা/৮০১।
১৯. আহমাদ, মিশকাত হা/৫৩২৭।

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥
ছালাতের প্রয়োজনীয় দো'আ সমূহ

১। ওযূর দো'আ:

'বিসমিল্লাহ' বলে ওযূর শুরু করবে।[২০] ওযূ শেষে পড়বে-

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ–

উচ্চারণ: *আশহাদু আল্লাইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লাশারীকালাহূ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ।*

অর্থ: 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল'।[২১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করবে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, যেটা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করবে'।[২২]

এরপর পড়বে-

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মাজ'আলনী মিনাত তাউওয়াবীনা ওয়াজ'আলনী মিনাল মুতাত্বাহ্হিরীন।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের মধ্যে শামিল করে নাও'।[২৩]

উল্লেখ্য, ওযূর শুরুর দো'আ ও শেষের দো'আ ছাড়া মাঝখানে কোন দো'আ নেই। ওযূর প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার সময় যেসব দো'আর কথা বাজারে প্রচলিত বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, এর কোন ছহীহ ভিত্তি নেই।

২। মসজিদে প্রবেশের দো'আ:

اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِىْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মাফ্তাহ্লী আবওয়া-বা রাহমাতিকা।*

---

২০. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৭০।
২১. মুসলিম, মিশকাত হা/২৬৯।
২২. মুসলিম, মিশকাত হা/২৬৯।
২৩. তিরমিযী, মিশকাত হা/২৬৯।

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমার জন্য তুমি তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও’।[২৪]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনে আছ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন,

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ–

উচ্চারণ: *আ‘ঊযুবিল্লা-হিল ‘আযীমি ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীমি ওয়া সুলত্বা-নিহিল ক্বাদীমি মিনাশ্ শাইত্বা-নির রাজীম।*

অর্থ: ‘মহান আল্লাহ্‌র, তাঁর সম্মানিত চেহারার ও তাঁর অনাদি ক্ষমতার অসীলায় বিতাড়িত শয়তান হ’তে আমি আশ্রয় চাচ্ছি’।[২৫]

ফযীলত : নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যখন কেউ উক্ত দো‘আ পড়ে তখন শয়তান বলে, আমা হ’তে সে সারা দিনের জন্য রক্ষা পেল।[২৬]

মসজিদে প্রবেশের সময় প্রথমে ডান পা এবং বের হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা রাখবে।[২৭]

৩। কা‘বা গৃহ দর্শনের দো‘আ :

কা‘বা গৃহ দেখা মাত্রই দু’হাত উচ্চ করে নিচের দো‘আ পড়া যায়, যা ওমর (রাঃ) পড়েছিলেন-

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ–

উচ্চারণ : *আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম, ফাহাইয়েনা রব্বানা বিসসালাম।*

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! আপনি শান্তি, আপনার থেকেই শান্তি আসে। অতএব হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে শান্তির সাথে বাঁচিয়ে রাখুন’।

৪। কা‘বা গৃহে প্রবেশের দো‘আ :

কা‘বা গৃহে প্রবেশের সময় ডান পা রেখে নিম্নের দো‘আ পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَّسَلِّمْ– اَللّٰهُمَّ افْتَحْلِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ–

উচ্চারণ : *আল্লাহুম্মা ছাল্লি ‘আলা মুহাম্মাদিও ওয়া সাল্লিম, আল্লাহুম্মাফ তাহলী, আবওয়াবা রাহমাতিকা।*

---

২৪. মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫১।
২৫. আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৬৯৩।
২৬. ঐ।
২৭. বুখারী তা‘লীক।

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ! আমার জন্য রহমতের দরজা সমূহ খুলে দিন’ *(আবূদাঊদ হা/৪৬৫; ‘হজ্জ ও ওমরা’ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব)*।

কা‘বা গৃহে প্রবেশের ২য় দো‘আ :

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَبِسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ–

উচ্চারণ : *আউযু বিল্লা-হিল আযীম, ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীম ওয়া বিসুলতা-নিহিল ক্বাদীমি মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজীম।*

অর্থ : ‘আমি মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ এবং তাঁর মহান চেহারা ও চিরন্তন কর্তৃত্বের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তানের ক্ষতি হ’তে’।

আমল : উক্ত দো‘আ পাঠ করলে শয়তান বলে লোকটি সারা দিন আমার ক্ষতি থেকে নিরাপদ হয়ে গেল *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৬; ‘হজ্জ ও ওমরা’ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব)*।

৫। মসজিদুল হারাম থেকে বের হওয়ার দো‘আ :

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ، اَللَّهُمَّ اعْصِمْنِىْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ–

উচ্চারণ : *আল্লাহুম্মা ছাল্লিআলা মুহাম্মাদিও ওয়া সাল্লাম, আল্লাহুম্মা‘ ছিমনি মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম।*

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষণ কর। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপদ রাখো’ *(ইবনু মাজাহ হা/৭৭৩; ‘হজ্জ ও ওমরাহ’ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, পৃঃ ৫৫)*।

৬। মসজিদ হ’তে বের হওয়ার দো‘আ :

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাযলিকা।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি অনুগ্রহ চাই’।[২৮]

৭। আযানের জওয়াব ও দো‘আ :

আযানের বাক্যগুলোর জওয়াব মুয়াযযিন যেমন বলবে তেমনভাবেই বলতে হবে, তবে মুয়াযযিনের ‘হাইয়্যা ‘আলাছ ছালাহ’ ও ‘হাইয়্যা ‘আলাল ফালাহ’ বলার সময় ‘লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ বলবে।[২৯] আযান শেষ হ’লে

---

২৮. মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫১।
২৯. মুসলিম, মিশকাত হা/৬০৭, ৬২৪।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর দরূদে ইবরাহীম পড়বে।[৩০] অতঃপর নিম্নের দো‘আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًانِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ্ দা‘ওয়াতিত্ তা-ম্মাতি ওয়াছ্ ছালা-তিল ক্বাইমাতি, আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাতা, ওয়াব্‘আছহু মাক্বা-মাম্ মাহ্মূদানিল্লাযী ওয়া ‘আদ্তাহ।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও আসন্ন ছালাতের তুমি মালিক। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে দান কর অসীলা ও ফযীলত এবং তাঁকে সেই প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত কর, যার ওয়াদা তুমি করেছ’।[৩১]

ফযীলত : জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আযান শুনে উক্ত দো‘আ পাঠ করবে ক্বিয়ামতের দিন সে আমার শাফা‘আত লাভের অধিকারী হবে’।[৩২]

উল্লেখ্য, আযানের উক্ত দো‘আ ছাড়া বাড়তি যে সমস্ত বাক্য যোগ করা হয় সেগুলোর কোন ছহীহ ভিত্তি নেই। তা পরিত্যাগ করা আবশ্যক। রেডিও এবং টেলিভিশনে প্রচারিত ‘ওয়ারযুকনা শাফা‘আতাহু ইয়াওমাল ক্বিয়ামাহ’ অংশটির কোন ভিত্তি নেই।[৩৩] দো‘আ পড়ার সময় দু’হাত উঠিয়ে পড়ারও কোন ভিত্তি নেই।

সা‘দ ইবনু আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শুনে নিম্নের দো‘আ পড়বে তার গোনাহ সমূহ মাফ করা হবে’।

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه- رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً وَّبِالْإِسْلاَمِ دِيْنًا-

উচ্চারণ: *আশ্হাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা শারীকালাহূ ওয়া আন্না মুহাম্মাদান ‘আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ, রাযীতু বিল্লা-হি রাব্বাওঁ ওয়া বিমুহাম্মাদির রাসূলাওঁ ওয়া বিল ইসলা-মি দীনা।*

অর্থ: ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আর মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি

৩০. মুসলিম, মিশকাত হা/৬০৬।
৩১. বুখারী, মিশকাত হা/৬০৮।
৩২. ঐ।
৩৩. ইরওয়াউল গালীল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬০।

আল্লাহকে প্রভু হিসাবে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে রাসূল হিসাবে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে পেয়ে খুশী হয়েছি'।[৩৪]

ফযীলত : আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আযান ও ইক্বামতের মধ্যকার সময়ের দো'আ আল্লাহ্র দরবার হ'তে ফেরত দেওয়া হয় না।[৩৫] অর্থাৎ এ সময় দো'আ কবুল হয়।

৮। তাকবীরে তাহরীমার পর যা পড়তে হয় *(ছানা)* :

তাকবীরে তাহরীমার পর চুপে চুপে নিম্নোক্ত দো'আগুলোর মধ্যে যেকোন একটি পড়তে হবে। তবে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে আরবী অথবা বাংলায় মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত পড়ার কোন বিধান নেই।

(١) اَللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللَّهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা বা-'ইদ বাইনী ওয়া বাইনা খাত্বা-ইয়া-ইয়া কামা বা'আদ্তা বাইনাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিবি, আল্লা-হুম্মা নাক্বক্বিনী মিনাল খাত্বা-ইয়া কামা ইউনাক্বক্বাছ ছাওবুল আবইয়ায়ু মিনাদ দানাস, আল্লা-হুম্মা-গ্সিল খাত্বা-ইয়া-ইয়া বিল্মা-ই ওয়াছছাল্জি ওয়াল বারাদি।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আপনি পূর্ব ও পশ্চিম গগনের মধ্যে যেরূপ দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন, আমার ও আমার পাপরাশির মধ্যে তদ্রূপ দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন। হে আল্লাহ! শুভ্র বস্তুকে যেরূপ নির্মল করা হয় আমাকেও সেরূপ পাক সাফ করুন। হে আল্লাহ! আমার অপরাধ সমূহ পানি, বরফ ও হিমশীলা দ্বারা বিধৌত করে দিন'।[৩৬]

(২) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন তখন বলতেন,

(٢) سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَآ إِلٰهَ غَيْرُكَ-

উচ্চারণ: *সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবা-রাকাস্মুকা ওয়া তা'আ-লা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলা-হা গাইরুকা।*

৩৪. মুসলিম, মিশকাত হা/৬১০।
৩৫. আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৬২০।
৩৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৫৬।

অর্থ: 'হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তোমার নাম চির বরকতময়, সকলের উর্ধ্বে, সকলের শীর্ষে তোমার মর্যাদা, তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই'।[৩৭]

(৩) আলী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন তাকবীরে তাহরীমার পর নিম্নোক্ত দো'আ পড়তেন-

(٣) وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلاَتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلَّه رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لاَ شَرِيْكَ لَه وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، اَللّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبِّىْ وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ جَمِيْعًا إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِىْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِىْ لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّىْ سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّىْ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّه فِىْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَابِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ–

উচ্চারণ: *ওয়াজজাহ্তু ওয়াজহিইয়া লিল্লাযী ফাত্বারাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযা হানীফাওঁ ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না ছালা-তী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়া-ইয়া ওয়া মামা-তী লিল্লা-হি রাব্বিল 'আ লামীন। লা শারীকা লাহূ ওয়া বিযা-লিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন, আল্লা-হুম্মা আনতাল মালিকু লা ইলা-হা ইল্লা আনতা রাব্বী ওয়া আনা 'আবদুকা যালামতু নাফসী ওয়া'তারাফতু বিযাম্বী ফাগ্ফিরলী যুনূবী জামী'আন ইন্নাহূ লা-ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা। ওয়াহদিনী লি আহসানিল আখলাকি লা-ইয়াহদী লি আহসানিহা ইল্লা আনতা, ওয়াছরিফ 'আন্নী সাইয়্যিআহা লা-ইয়াছরিফু 'আন্নী সাইয়্যিআহা ইল্লা আনতা। লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা ওয়াল খাইরু কুল্লুহূ ফী ইয়াদাইকা ওয়াশ শাররু লাইসা ইলাইকা আনা বিকা ওয়া ইলাইকা তাবা-রাকতা ওয়া তা'আ-লাইতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক।*

অর্থ: 'আমি সেই মহান সত্তার দিকে আমার মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আসমান সমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয়ই আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই, আর এই জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্গত। আল্লাহ তুমিই বাদশাহ, তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তুমি আমার প্রভু আর আমি তোমার দাস। আমি আমার নিজের

৩৭. তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৭৫৯।

উপর অত্যাচার করেছি এবং আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই তুমি ব্যতীত অন্য কেউ অপরাধ সমূহ ক্ষমা করতে পারে না। তুমি আমাকে উত্তম চরিত্রের দিকে চালিত কর, তুমি ব্যতীত আর কেউ উত্তম চরিত্রের দিকে চালিত করতে পারে না। আমা হ’তে মন্দ আচরণকে তুমি দূরে রাখ, তুমি ব্যতীত অন্য কেউ তা দূরে রাখতে পারে না। হে আল্লাহ! উপস্থিত আছি তোমার নিকটে এবং প্রস্তুত আছি তোমার আদেশ পালনে। কল্যাণ সমস্ত তোমার হাতে এবং কোন অকল্যাণ তোমার প্রতি বর্তায় না। আমি তোমার সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত আছি এবং তোমারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করব। তুমি কল্যাণময়, তুমি সুউচ্চ। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকে ফিরছি।[৩৮]

(৪) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) রাতে তাহাজ্জুদের উদ্দেশ্যে যখন দাঁড়াতেন তখন নিম্নের দো‘আ পড়তেন-

(٤) اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ-

اَللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِيْ مَاقَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَاأَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা লাকাল হামদু আনতা ক্বাইয়িমুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি ওয়া মান ফীহিন্না, ওয়া লাকাল হাম্‌দু আনতা নূরুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি ওয়া মান ফী হিন্না, ওয়া লাকাল হাম্‌দু আনতা মালিকুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি ওয়া মান ফী হিন্না, ওয়া লাকাল হামদু আনতাল হাক্কু, ওয়া ওয়া‘দুকাল হাক্কু, ওয়া লিক্বাউকা হাক্কুন, ওয়া ক্বাওলুকা হাক্কুন ওয়াল জান্নাতু হাক্কুন ওয়ান্না-রু হাক্কুন ওয়ান নাবিইয়ূনা হাক্কুন ওয়া মুহাম্মাদুন হাক্কুন ওয়াস সা-‘আতু হাক্কুন। আল্লা-হুম্মা লাকা আসলামতু ওয়াবিকা আ-মানতু ওয়া ‘আলাইকা তাওয়াককালতু ওয়া ইলাইকা আনাবতু ওয়া বিকা খা-ছামতু ওয়া ইলাইকা হা-কামতু, ফাগফিরলী মা ক্বাদ্দামতু ওয়া মা আখ্‌খারতু ওয়া মা আসরারতু ওয়া মা*

৩৮. মুসলিম, মিশকাত হা/৭৫৭।

আ‘লানতু ওয়া মা আনতা আ‘লামু বিহী মিন্নী আনতাল মুক্বাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুআখখিরু লা ইলা-হা ইল্লা আনতা ওয়া লা ইলা-হা গাইরুকা।

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, তুমিই আসমান সমূহ ও যমীন এবং এদের মাঝে যা কিছু আছে তার রক্ষাকারী। তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, তুমিই আসমান সমূহ ও যমীন এবং এদের মাঝে যা কিছু আছে তাদের জ্যোতি। তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, তুমিই আসমান সমূহ ও যমীন এবং এদের মাঝে যা আছে তাদের বাদশাহ। তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, তুমিই সত্য, তোমার ওয়াদা সত্য, তোমার সাক্ষাৎ সত্য, তোমার বাণী সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মাদ (ছাঃ) সত্য এবং ক্বিয়ামত সত্য।

‘হে আল্লাহ! আমি তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করলাম, তোমারই উপর ভরসা করলাম, তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করলাম, তোমার সন্তুষ্টির জন্যই শত্রুতায় লিপ্ত হ’লাম, তোমাকেই বিচারক মেনে নিলাম। তাই তুমি আমার পূর্বাপর ও প্রকাশ্য-গোপন সব অপরাধ ক্ষমা কর। তুমিই অগ্র-পশ্চাতের মালিক। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং তুমি ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই’।[৩৯]

(৫) আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) রাতে উঠে যখন ছালাত শুরু করতেন তখন নিম্নের দো‘আ পড়তেন-

(٥) اَللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، اهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা রাব্বা জিবরীলা ওয়া মীকাঈলা ওয়া ইসরা-ফীলা ফা-ত্বিরাস সামা-ওয়াতি ওয়াল আরযি ‘আ-লিমাল গাইবি ওয়াশ্ শাহা-দাতি, আনতা তাহকুমু বাইনা ‘ইবা-দিকা ফী মা-কা-নু ফীহি ইয়াখতালিফূনা, ইহদিনী লিমাখতুলিফা ফীহি মিনাল হাকক্বি বিইযনিকা ইন্নাকা তাহদী মান তাশা-উ ইলা ছিরা-তিম মুসতাক্বীম।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! জিবরাঈল, মীকাইল ও ইসরাফীলের প্রভু! আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্তের জ্ঞাতা, তোমার বান্দারা যেসব ব্যাপারে পারস্পরিক মতভেদে লিপ্ত তুমিই তার মীমাংসা করে দাও। দেখাও আমায় তোমার নিজ অনুগ্রহে সে সত্য, যে সত্য সম্পর্কে তারা মতভেদ করছে। নিশ্চয়ই তুমি যাকে ইচ্ছা সত্য পথ প্রদর্শন করে থাক’।[৪০]

---

৩৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৪৩।
৪০. মুসলিম, মিশকাত হা/১১৪৪।

৯। রুকূর দো'আ সমূহ :

(١) سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ–

উচ্চারণ: *সুবহা-না রাব্বি ইয়াল 'আযীম।*

অর্থ: 'আমার প্রভু পবিত্র ও মহামহিম'।[৪১]

(٤) سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِى–

উচ্চারণ: *সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগফিরলী।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! আপনার প্রশংসা সহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন'। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) এই দো'আটি বেশী বেশী পড়তেন।[৪২]

(٥) اَللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَمُخِّىْ وَعَظْمِىْ وَعَصَبِىْ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা লাকা রাকা'তু ওয়াবিকা আ-মানতু ওয়া লাকা আসলামতু খাশা'আ লাকা সামঈ ওয়া বাছারী ওয়া মুখ্খী ওয়া 'আযমী ওয়া 'আছাবী।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রুকূ করলাম, তোমাকেই বিশ্বাস করলাম এবং তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। তোমার নিকট অবনত আমার শ্রবণশক্তি, আমার দৃষ্টিশক্তি, আমার মজ্জা, আমার অস্থি ও আমার শিরা-উপশিরা'।[৪৩]

১০। রুকূ থেকে উঠার সময় দো'আ :

রুকূর তাসবীহ পাঠ করে নবী করীম (ছাঃ) سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্) বলে রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে বলতেন اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ *(আল্লা-হুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ্)* অর্থ: 'হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা'।[৪৪] অথবা বলবে- رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ– ***উচ্চারণ:*** *রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদু হামদান কাছীরান ত্বাইয়িবাম মুবা-রাকান ফীহ্।* **অর্থ:** 'হে

৪১. তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৮২১।
৪২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮১১।
৪৩. মুসলিম, মিশকাত হা/৭৫৭।
৪৪. বুখারী হা/৭৫৯।

আমাদের প্রভু! তোমার সমস্ত প্রশংসা, অধিক অধিক প্রশংসা, যা পবিত্র ও বরকতময়'।[৪৫]

কখনো কখনো নবী করীম (ছাঃ) নিম্নোক্ত দো'আও পড়তেন-

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْأَ الْأَرْضِ وَمِلْأَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ–

উচ্চারণঃ রাব্বানা লাকাল হামদু মিলআস সামাওয়া-তি ওয়া মিলআল আরযি ওয়া মিলআ মা-শি'তা মিন শাইয়িম বা'দু।

অর্থঃ 'হে প্রভু! আসমান ভর্তি, যমীন ভর্তি এবং তদুপরি তুমি আরো যা চাও তাও ভর্তি তোমার প্রশংসা'।[৪৬]

উৎস ও ফযীলত : হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন ইমাম سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে তখন তোমরা 'আল্লাহুম্মা লাকাল হামদ' বলবে, যার ঐ উক্তি ফেরেশতার উক্তির সঙ্গে একই সময়ে উচ্চারিত হবে তার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

কোন এক ছালাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বললেন তখন একব্যক্তি পিছন থেকে উক্ত দো'আ পাঠ করলেন। ছালাত শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন' কে এরূপ বলছিল? সে ছাহাবী বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি দেখলাম ত্রিশ জনেরও বেশী ফেরেশতা এর ছোয়াব কে আগে লিখবেন তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করছেন' *(বুখারী হা/৭৬০, ৭৬৩)*।

১১। সিজদার দো'আ সমূহ :

(১) سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى– ***উচ্চারণঃ*** *সুবহা-না রাব্বিয়াল আ'লা।*

অর্থঃ 'আমার প্রভু পবিত্র সুউচ্চ মহামহিম'।[৪৭]

(২) سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي–

উচ্চারণঃ *সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! হে আমার প্রভু! তোমার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর'। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) এই দো'আটি বেশী বেশী পড়তেন।[৪৮]

---

৪৬. বুখারী, মিশকাত হা/৮১৭।
৪৫. মুসলিম, মিশকাত হা/৮১৫।
৪৭. তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৮২১।

(٣) سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ–

উচ্চারণ: সুববূহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালা-ইকাতি ওয়ার রূহ্।

অর্থ: 'আল্লাহ পবিত্র মোবারক, সকল ফেরেশতা ও জিবরীলের প্রতিপালক'।[৪৯]

(٤) اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ وَدِقَّهُ وَجُلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلاَنِيَّتَهُ وَسِرَّهُ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী যামবী কুল্লাহূ ওয়া দিকক্বাহূ ওয়া জুল্লাহূ ওয়া আউওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ ওয়া 'আলা-নিইয়্যাতাহূ ওয়া সিররাহূ।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমার সকল সূক্ষ্ম, বড়, প্রথম, শেষ, প্রকাশ্য ও গোপন গোনাহ মাফ কর'।[৫০]

(٥) اَللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُّ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা লাকা সাজাদতু ওয়া বিকা আ-মানতু ওয়া লাকা আসলামতু সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহূ ওয়া ছাওওয়ারাহূ ওয়া শাক্ক্বা সাম'আহূ ওয়া বাছারাহূ তাবা-রাকা-ল্লাহু আহসানুল খা-লিক্বীন।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমারই উদ্দেশ্যে সিজদা করলাম, তোমারই উপর বিশ্বাস রাখলাম এবং তোমারই প্রতি আত্মসমর্পণ করলাম। আমার চেহারা সেই যাতকে সিজদা করল, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, সুন্দর আকৃতি দান করেছেন এবং তিনি তাতে চক্ষু-কর্ণ সৃষ্টি করেছেন। বস্তুত: আল্লাহ বরকতময় সর্বোত্তম স্রষ্টা'।[৫১]

নিম্নের দো'আটি সিজদায়, তাহাজ্জুদ ছালাতের পর, ফজরের সুন্নাতের পর ডান কাতে শয়ন করে পড়া যায়,

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا، وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ مِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا، وَعَنْ يَّمِيْنِيْ نُوْرًا، وَعَنْ يَّسَارِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ أَمَامِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ خَلْفِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ نُوْرًا، وَاَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا–

---

৪৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৯১।
৪৯. মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯২।
৫০. মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯২।
৫১. মুসলিম, মিশকাত হা/৭৫৭।

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মাজ‘আল ফী ক্বালবী নূরান, ওয়া ফী লিসানী নূরান, ওয়াজ‘আল ফী সামঈ নূরান, ওয়াজ‘আল ফী বাছারী নূরান, ওয়াজ‘আল মিন তাহতী নূরান, ওয়াজ‘আল মিন ফাওক্বী নূরান, ওয়া ‘আই ইয়ামীনী নূরান, ওয়া ‘আই ইয়াসা-রী নূরান, ওয়াজ‘আল আমা-মী নূরান, ওয়াজ‘আল খালফী নূরান, ওয়াজ‘আল ফী নাফসী নূরান, ওয়া আ‘যিমলী নূরান।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমার অন্তরে, জিহ্বায়, কানে, চোখে, নীচে-উপরে, ডানে-বামে, সামনে-পিছনে ও দেহে নূর দান কর এবং আমার নূরকে বিশাল করে দাও’।[৫২]

জ্ঞাতব্য: সিজদাতেই বান্দা আপন প্রভুর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। সুতরাং তখন খুব বেশী বেশী করে দো‘আ করতে হবে।[৫৩]

১২। দুই সিজদার মধ্যে পঠিত দো‘আ :

(১) اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াহ্‌দিনী ওয়া ‘আ-ফিনী ওয়ার ঝুক্বনী।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর, আমার উপর রহম কর, আমাকে হেদায়াত দান কর, আমাকে রোগ মুক্ত কর এবং আমাকে রিযিক দান কর’।[৫৪]

(২) হুযায়ফা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (ছাঃ) দুই সিজদার মাঝখানে বলতেন, رَبِّ اغْفِرْلِي ***উচ্চারণ:*** *রাব্বিগ্ ফিরলী।* **অর্থ:** ‘হে প্রভু! তুমি আমাকে ক্ষমা কর’।[৫৫]

১৩। সিজদায়ে তিলাওয়াতের দো‘আ :

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরআনের সিজদার আয়াতে এই দো‘আ পড়তেন,

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ–

উচ্চারণ: *সাজাদা ওয়াজহিইয়া লিল্লাযী খালাক্বাহূ ওয়া শাক্ক্বা সাম‘আহূ ওয়া বাছারাহূ বিহাওলিহী ওয়া কুউওয়াতিহী।*

অর্থ: আমার চেহারা সিজদা করল তাঁরই জন্য, যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং এতে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি দান করেছেন তাঁরই প্রদত্ত সামর্থ্য বলে।[৫৬]

---

৫২. মুসলিম, ইবনু আবী শাইবা, মিশকাত হা/১১২৭।
৫৩. মুসলিম, মিশকাত হা/৮৩৪।
৫৪. আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৮৪০।
৫৫. নাসাঈ, মিশকাত হা/৮৪১।
৫৬. আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৬৮।

নিয়মঃ সিজদার আয়াত নিজে তিলাওয়াত করলে অথবা অপরের তিলাওয়াত শ্রবণ করলে তাকবীর দিয়ে সিজদায় যেয়ে উপরোক্ত দো'আ পাঠ করবে। দো'আ পাঠ শেষে তাকবীর দিয়ে মাথা উঠাবে। সিজদা মাত্র একটি, এতে তাশাহহুদ ও সালাম নেই।

১৪। তাশাহ্হুদঃ

(১) আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ছালাতের মধ্যে বসে তখন সে যেন বলে,

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰه وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه–

উচ্চারণঃ *আত্তাহিইয়্যাতু লিল্লা-হি ওয়াছ ছালাওয়া-তু ওয়াত ত্বাইয়্যিবা-তু, আসসালা-মু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিইয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহূ, আসসালা-মু 'আলাইনা ওয়া 'আলা 'ইবা-দিল্লা-হিছ ছা-লিহীন, আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু।*

অর্থঃ 'সমস্ত মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহ্র জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহ্র রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। সালাম আমাদের প্রতি এবং আল্লাহ্র নেক বান্দাদের প্রতি। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল।[৫৭]

১৫। দরূদ :

তাশাহহুদের পর নিম্নোক্ত দরূদ পড়বে।

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَّعَلى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ– اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وَّ عَلى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ–

উচ্চারণঃ *আল্লা-হুম্মা ছাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিউঁ ওয়া 'আলা-আ-লি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা 'আলা ইবরা-হীমা ওয়া 'আলা আ-লি ইবরা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক 'আলা মুহাম্মাদিউঁ ওয়া 'আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা বা রাক্তা 'আলা ইবরা-হীমা ওয়া 'আলা আ-লি ইবরা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।*

---

৫৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৪৮।

অর্থ: 'হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর শান্তি বর্ষণ কর, যেভাবে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর শান্তি বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয়ই তুমি অতি প্রশংসিত মহিমান্বিত। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত দান কর, যেভাবে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর বরকত নাযিল করেছিলে। নিশ্চয়ই তুমি অতি প্রশংসিত মহিমান্বিত'।[৫৮]

১৬। সালাম ফিরানোর পূর্বে পঠিত দো'আ :

(١) اَللَّهُمَّ إِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْلِى مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِى إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান কাছীরাওঁ ওয়া লা-ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন 'ইনদিকা ওয়ার হামনী ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর রাহীম।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অধিক অত্যাচার করেছি, আপনি ছাড়া সে পাপ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। আপনার পক্ষ থেকে আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান'।[৫৯]

(٢) اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন 'আযা-বিল ক্বাবরি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ্দাজ্জা-লি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়া ফিতনাতিল মামা-তি, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল মা'ছামি ওয়া মাগরাম।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি কবরের আযাব থেকে, দাজ্জালের ফিতনা থেকে এবং জীবন-মৃত্যুর ফিতনা থেকে। হে আল্লাহ! গোনাহ ও ঋণগ্রস্ততা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই'।[৬০]

(٣) اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لآ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ-

---

৫৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৫৮।
৫৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৮১।
৬০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৭৮।

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মাগফিরলী মা ক্বাদ্দামতু অমা আখখারতু, অমা আসরারতু অমা আ‘লানতু, অমা আসরাফতু, অমা আনতা আ‘লামু বিহী মিন্নী; আনতাল মুক্বাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুআখখিরু, লা ইলা-হা ইল্লা আনতা’*।

অনুবাদ: ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার পূর্বাপর গোপন ও প্রকাশ্য সকল গোনাহ মাফ কর (এবং মাফ কর ঐসব গোনাহ) যাতে আমি বাড়াবাড়ি করেছি এবং ঐসব গোনাহ যে বিষয়ে তুমি আমার চাইতে বেশী জানো। তুমি অগ্র-পশ্চাতের মালিক। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই’।[৬১]

(٤) اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ، الْمَنَّانُ يَا بَدِيْعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ، يَاحَىُّ يَا قَيُّوْمُ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্না লাকাল হামদু, লা ইলা-হা ইল্লা আনতা ওয়াহদাকা লা শারীকা লাকা, আল-মান্না-নু, ইয়া বাদী‘উস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম, ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুমু ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া আ‘ঊযুবিকা মিনান্না-র।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি এবং জানি যে, তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, তুমি ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, তুমি একক, তোমার কোন শরীক নেই, তুমি অনুগ্রহ প্রদর্শনকারী। হে আসমান সমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, হে মর্যাদা ও সম্মান দানের অধিকারী। হে চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী, আমি তোমার নিকট জান্নাত চাই এবং জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ চাই’।

ফযীলত : নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ‘নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর সুমহান নামের অসীলায় দো‘আ করেছে, যার অসীলায় দো‘আ করা হ’লে কবুল করেন এবং কিছু চাওয়া হ’লে প্রদান করে থাকেন’।[৬২]

জ্ঞাতব্য: ছালাতে শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর সালাম ফিরানোর পূর্বে কুরআনী দো‘আ সহ সকল প্রকারের দো‘আ করা যায়।

১৭। সালাম ফিরানো :

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথমে ডান দিকে সালাম ফিরাতেন এবং বলতেন, ‘আসসালা-মু ‘আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লা-হ’। অনুরূপ ভাবে বাম দিকে সালাম ফিরাতেন এবং বলতেন, ‘আসসালা-মু ‘আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লা-হ’।[৬৩]

---

৬১. মুসলিম, মিশকাত হা/৮১৩।
৬২. তিরমিযী, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/২১৮২, ছিফাতু ছালাতিন নবী।
৬৩. আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৮৮৯।

১৮। সালাম ফিরানোর পর পঠিত দো‘আ সমূহ :

সালাম ফিরানোর পর উচ্চৈ:স্বরে একবার ‘আল্লাহু আকবার’[৬৪] ও তিনবার ‘আসতাগফিরুল্লা-হ’ পাঠ করতে হবে।[৬৫] এরপর নিম্নের দো‘আগুলো সাধ্যমত পাঠ করতে হবে-

(١) اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা আনতাস সালা-মু ওয়া মিনকাস সালা-মু তাবা-রাকতা ইয়া-যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! তুমিই শান্তির প্রতীক। তুমিই শান্তিময় এবং শান্তির ধারা তোমা হ’তেই প্রবাহিত। তুমি বরকতময় হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী’।[৬৬]

(২) মুগীরা ইবনু শু‘বা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর বলতেন,

لَآإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَشَرِيْكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ-

উচ্চারণ: *লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহূ লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর, আল্লা-হুম্মা লা মা-নি‘আ লিমা আ‘ত্বাইতা ওয়া লা মু‘ত্বিইয়া লিমা-মানা‘তা ওয়া লা ইয়ানফা‘উ যাল-জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।*

অর্থ: ‘আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য। তিনি সবকিছুর উপরে ক্ষমতাশীল। হে আল্লাহ! আপনি যা প্রদান করতে চান তা রোধ করার কেউ নেই। আর আপনি যা রোধ করেন তা প্রদান করার কেউ নেই। আপনার কাছে সৎ কাজ ভিন্ন কোন সম্পদশালীর সম্পদ উপকারে আসে না’।[৬৭]

(٣) اَللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ، لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ، لَهُ مَا فِىْ السَّمَوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَه إِلاَّ بِإِذْنِه، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ

---

৬৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৯৭।
৬৫. মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৯।
৬৬. মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৯।
৬৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯০০।

أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِه إِلاَّ بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلاَ يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا، وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইউল্ ক্বাইয়ূমু, লা-তা’খুযুহূ সিনাতুওঁ ওয়ালা নাউম লাহূ মা-ফিস সামাওয়া-তি ওয়ামা ফিল আরযি, মান যাল্লাযী ইয়াশ্ফা‘উ ‘ইনদাহূ ইল্লা বিইয্নিহী, ইয়া‘লামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খালফাহুম ওয়ালা ইউহীতুনা বিশাইয়িম্ মিন ‘ইলমিহী ইল্লা বিমা-শা-আ, ওয়াসি‘আ কুরসিইউহুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযা, ওয়ালা-ইয়াঊদুহূ হিফ্যুহুমা ওয়া হুয়াল ‘আলিইউল্ ‘আযীম।*

অর্থ: ‘আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন প্রকৃত উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবকিছুই তাঁর। কে আছে এমন যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? দৃষ্টির সামনে ও পিছনে যা কিছু রয়েছে সবই তিনি জানেন। মানুষ ও সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞান আল্লাহ্র জ্ঞানের কোন একটি অংশবিশেষকেও পরিবেষ্টন করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে যতটুকু ইচ্ছা দান করেন তিনি ততটুকু পান। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীন পরিবেষ্টন করে আছে। আর সেগুলো ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা মহান’ *(বাক্বারাহ ২৫৫)*।

ফযীলত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর ‘আয়াতুল কুরসী’ পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য মৃত্যু ব্যতীত আর কোন বাধা থাকে না’।[৬৮]

(٤) اَللَّهُمَّ أَعِنِّىْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ–

উচ্চারণ: *আল্লাহুম্মা আ‘ইন্নী ‘আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ‘ইবা-দাতিকা।*

অর্থ: ‘হে প্রভু! তুমি আমাকে সাহায্য কর, যেন আমি তোমার শুকরিয়া আদায় করতে পারি এবং ভালভাবে তোমার ইবাদত করতে পারি’।[৬৯]

উল্লেখ্য: প্রত্যেক ছালাতের পর উক্ত দো‘আটি পাঠ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু‘আয (রা:)-কে অছিয়ত করেন।[৭০]

---

৬৮. আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯৪৯।
৬৯. আহমাদ, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৮৮৮।
৭০. ঐ।

(৫) اَللَّهُمَّ إِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল জুবনি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিনাল বুখলি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন আরযালিল 'উমুরি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন ফিতনাতিদ্দুনইয়া ওয়া 'আযা-বিল ক্বাবর।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই কাপুরুষতা হ'তে, আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই কৃপণতা হ'তে, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই দুনিয়ার ফেতনা ও কবরের শাস্তি হ'তে'।[৭১]

(৬) 'উকবা ইবনু 'আমের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে প্রত্যেক ছালাতের পর সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন।[৭২]

(৭) কা'ব ইবনু 'উজরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক ফরয ছালাতের পরে বলার কতিপয় বাক্য আছে, সেগুলি যারা বলবে তারা কখনও নিরাশ হবে না। তা হল- ৩৩ বার 'সুবহা-নাল্লা-হ', ৩৩ বার 'আল-হামদুলিল্লা-হ', ৩৪ বার 'আল্লা-হু আকবার' বলা।[৭৩]

(৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ছালাতের পর ৩৩ বার 'সুবহা-নাল্লা-হ', ৩৩ বার 'আল-হামদুলিল্লা-হ', ৩৩ বার 'আল্লাহু আকবার' এবং একবার

لَآإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ–

উচ্চারণ: *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারীকা লাহূ লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা-কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।*

অর্থ: 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা এবং তিনি হ'লেন সর্বশক্তিমান'।

ফযীলত : তাহ'লে তার সমস্ত গোনাহ মাফ করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার ন্যায় অধিকও হয়'।[৭৪]

(৯) আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের সালাম ফিরায়ে সরবে বলতেন,

---

৭১. বুখারী, মিশকাত হা/৯০২।
৭২. আহমাদ, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৯০৭।
৭৩. মুসলিম, মিশকাত হা/৯০৪।
৭৪. মুসলিম, মিশকাত হা/৯০৫।

لَآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَشَرِيْكَ لَه، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ الاَّ بِاللهِ، لَآ الهَ الاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ الاَّ اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَآ الهَ الاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُوْنَ–

উচ্চারণ: *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহূ, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর, লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হি, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া লা না‘বুদু ইল্লা ইয়্যা-হু লাহুন নি‘মাতু ওয়া লাহুল ফাযলু ওয়া লাহুছ ছানা-উল হাসানু লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুখলিছীনা লাহুদ্দীনা ওয়া লাও কারিহাল কা-ফিরূন।*

অর্থ: ‘আল্লাহ ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই রাজত্ব এবং তাঁরই সমস্ত প্রশংসা। তিনি সর্বশক্তিমান। কারও কোন উপায় নেই আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই। আমরা তাঁকে ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করি না। তাঁরই নে‘মত, তাঁরই অনুগ্রহ এবং তাঁরই উত্তম প্রশংসা। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। দ্বীন (ধর্ম)-কে আমরা একমাত্র তাঁর জন্যই খালেছ মনে করি- যদিও কাফেররা তা অপসন্দ করে’।[৭৫]

(١٠) أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ–

উচ্চারণ: *আসতাগ্‌ফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যূমু ওয়া আতূবু ইলাইহ।*

অর্থ: ‘আমি সেই মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। আর আমি তাঁরই কাছে তওবা করছি’।[৭৬]

(١١) لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ الاَّ بِاللهِ–

উচ্চারণ: *লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।*

অর্থ: ‘নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি আল্লাহ ছাড়া’।[৭৭]

(١٢) سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ–

উচ্চারণ: *সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী সুবহা-নাল্লা-হিল ‘আযীম।*

অর্থ: ‘আল্লাহ পবিত্র এবং তাঁরই সমস্ত প্রশংসা, আল্লাহ পবিত্র তিনি মহামহিম’।

---

৭৫. মুসলিম, মিশকাত হা/৯০১।
৭৬. তিরমিযী, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/২২৪৪।
৭৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১৯৫।

ফযীলত : এই দো‘আ পাঠের ফলে তার সকল পাপ ঝরে যাবে যদিও তা সাগরের ফেনা সমতুল্য হয়।

এই দো‘আ সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, দু’টি বাক্য এমন যে, তা মুখে উচ্চারণ অতি সহজ, পাল্লায় অনেক ভারী, আর আল্লাহ্‌র কাছে অতি প্রিয়।[৭৮]

(১৮) বিতর ছালাতের পর দো‘আ-

(١٣) سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ-

উচ্চারণ: *সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দূস।*

অর্থ: ‘আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন পবিত্র। তিনি বিশ্ব জগতের মালিক এবং তিনি অতি পবিত্র’।

উবাই ইবনে কা‘ব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিতর ছালাতে সালাম ফিরানোর পর উক্ত দো‘আ তিনবার পড়তেন।[৭৯]

জ্ঞাতব্য: সালাম ফিরানোর পর উপরোক্ত দো‘আগুলি হাত না তুলেই পড়তে হয়। সালাম ফিরানোর পর ইমাম-মুক্তাদী একত্রে হাত তুলে মোনাজাত করা, ইমাম দো‘আ করবে আর মুক্তাদীরা আমীন আমীন বলবে এ পদ্ধতি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। *[এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে প্রফেসর ড: মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব রচিত ‘ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ ১৩০-১৩৫ পৃঃ, আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ রচিত ‘আইনে রাসূল (ছাঃ) দো‘আ অধ্যায়’ ৩য় সংস্করণ ১১৭-১৩৯ পৃঃ বই দু’টি পড়ার জন্য অনুরোধ রইল।]*

১৯। বিতর-এর কুনূত :

اَللَّهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وبَارِكْ لِىْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّه لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মাহদিনী ফীমান হাদায়তা, ওয়া ‘আ-ফিনী ফীমান ‘আ-ফায়তা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লায়তা, ওয়া বা-রিকলী ফীমা আ‘ত্বায়তা, ওয়া ক্বিনী শাররামা-ক্বাযায়তা, ফাইন্নাকা তাক্বযী ওয়ালা ইয়ুক্বযা ‘আলায়কা, ইন্নাহূ লা ইয়াযিল্লু মাওঁ ওয়া-লায়তা, ওয়া লা ইয়া‘ইঝ্ঝু মান ‘আ-দাইতা, তাবা-রাকতা রাব্বানা ওয়া তা‘আ-লাইতা, ওয়া ছাল্লাল্লা-হু ‘আলান নাবী।*

---

৭৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১৯০।
৭৯. আবূদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১২০২।

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে হেদায়াত দিয়েছ আমাকে হেদায়াত দিয়ে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর। আমাকে সুস্থতা ও শান্তি দিয়ে ঐ সকল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত কর, যাদেরকে তুমি সুস্থতা দান করেছ। তুমি যাদের অলী হয়েছ আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য কর। তুমি যা দান করেছ তাতে আমাকে বরকত দাও। ভাগ্যের মন্দ লিখন থেকে তুমি আমাকে মুক্তি দাও। তুমি ফায়ছালাকারী, তোমার উপর কোন ফায়ছালাকারী নেই। তুমি যাকে বন্ধু বানিয়েছ সে কখনও লাঞ্ছিত হয় না। তুমি যার সাথে শত্রুতা কর সে সম্মান লাভ করতে পারে না। হে আমাদের রব! তুমি বরকতময় সুমহান। আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন নবীর উপর’।[৮০]

উল্লেখ্য, জামা‘আতে ইমাম ছাহেব ক্রিয়া পদের শেষে একবচন ... ‘নী’-এর স্থলে বহু বচন... ‘না’ বলতে পারেন।[৮১]

২০। কুনূতে নাযেলা :

কুনূতে নাযেলা: মুসলমানদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সার্বিক বিপদ কালে ফরয ছালাতের শেষ রাক‘আতের রুকূর পর দাঁড়িয়ে ইমাম স্বরবে বিশেষ দো‘আ পড়বেন মুক্তাদীগণও আমীন আমীন বলবেন।

اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ- اَللَّهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ أَوْلِيَاءَكَ- اَللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِىْ لاَ تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মাগফিরলানা ওয়া লিল মুমিনীনা ওয়াল মুমিনা-তি ওয়াল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমা-তি, ওয়া আল্লিফ বাইনা কুলূবিহিম ওয়া আছলিহ্ যা-তা বাইনিহিম ওয়া আনছুরহুম ‘আলা-‘আদুউবিকা ওয়া ‘আদুউবিহিম। আল্লা-হুম্মাল ‘আনিল কাফারাতাল্লাযীনা ইয়াছুদ্দূনা ‘আন সাবীলিকা ওয়া ইয়ুকাযযিবূনা রুসুলাকা ওয়া ইয়ুক্বা-তিলূনা আউলিয়া-আকা। আল্লা-হুম্মা খা-লিফ বাইনা কালিমাতিহিম ওয়া ঝালঝিল আক্বদা-মাহুম ওয়া আনঝিল বিহিম বা’সাকাল্লাযী লা তারুদ্দুহূ ‘আনিল ক্বাউমিল মুজরিমীন।*

---

৮০. সুনানু আরবা‘আহ, দারেমী, মিশকাত হা/১২৭৩; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ-২০১১, পৃঃ ১৬৮।

৮১. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ১৬৮ পৃঃ।

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এবং সকল মুমিন-মুসলিম নর-নারীকে মাফ করুন। আপনি তাদের অন্তর সমূহে মুহাব্বত সৃষ্টি করে দিন ও তাদের মধ্যেকার বিবাদ মীমাংসা করে দিন। আপনি তাদেরকে আপনার ও তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! আপনি কাফেরদের উপরে লা‘নত করুন। যারা আপনার রাস্তা বন্ধ করে, আপনার প্রেরিত রাসূলদের অবিশ্বাস করে ও আপনার বন্ধুদের সাথে লড়াই করে। হে আল্লাহ! আপনি তাদের দলের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে দিন ও তাদের পদ সমূহ টলিয়ে দিন এবং আপনি তাদের মধ্যে আপনার প্রতিশোধকে নামিয়ে দিন, যা পাপাচারী সম্প্রদায় থেকে আপনি ফিরিয়ে নেন না।[৮২]

অতঃপর বলবে-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِى عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَلاَ نَكْفُرُكَ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعى وَنَحْفِدُ نَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشى عَذَابَكَ إِنَّا عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ- اَللَّهُمَّ عَذِّبْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ-

উচ্চারণ: *বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম আল্লা-হুম্মা ইন্না নাসতা‘ঈনুকা ওয়া নু’মিনুবিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু ‘আলাইকা ওয়া নুছনী ‘আলাইকাল খায়রা ওয়া লা-নাক্ফুরুকা। আল্লা-হুম্মা ইয়্যা-কা না‘বুদু ওয়া লাকা নুছাল্লী ওয়া নাসজুদু ওয়া ইলাইকা নাস‘আ ওয়া নাহফিদু, নারজূ রাহমাতাকা ওয়া নাখশা ‘আযা-বাকা ইন্না ‘আযা-বাকাল জিদ্দা বিল কুফ্ফারি মুলহিক্ব, আল্লা-হুম্মা ‘আযযিব কাফারাতা আহলিল কিতা-বিল্লাযীনা ইয়াছুদ্দূনা ‘আন সাবীলিকা।*

অর্থ: ‘পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমরা আপনার নিকট সাহায্য চাই। আপনার উপর বিশ্বাস রাখি, আপনার উপরই ভরসা করি। আপনার কল্যাণের প্রশংসা করি এবং আমরা আপনার কুফুরী করি না। পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি, আপনার জন্যই ছালাত আদায় করি, আপনার জন্য সিজদা করি এবং আপনার নিকট ফিরে যাওয়ার সর্বচেষ্টা করি। আপনার রহমতের কামনা করি এবং আপনার শাস্তির ভয় করি। কাফিরদের উপর আপনার কঠিন শাস্তি অর্পিত হোক। হে আল্লাহ! আহলে কিতাবদেরকে শাস্তি দান করুন, যারা অস্বীকার করে এবং আপনার পথে বাধা সৃষ্টি করে’।[৮৩]

---

৮২. বায়হাক্বী, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১৭০-৭১।
৮৩. ইবনু আবী শায়বা হা/৭১০৪; আইনে রাসূল (ছাঃ) দো‘আ অধ্যায়, ৩য় প্রকাশ, পৃঃ ৯৮।

২১। জানাযার ছালাতের নিয়ম ও মৃত ব্যক্তির জন্য দো‘আ :

প্রথমে মনে মনে নিয়ত করতে হবে। তারপর চার তাকবীর দিয়ে ছালাত আদায় করতে হবে।[৮৪] ১ম তাকবীর দিয়ে কাঁধ পর্যন্ত দু’হাত উঠিয়ে পরে বুকে হাত বেঁধে আ‘ঊযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়তে হবে।[৮৫] অতঃপর ২য় তাকবীর দিয়ে দরূদে ইবরাহীম পড়তে হবে, ৩য় তাকবীর দিয়ে নিম্নোক্ত দো‘আ সমূহ পড়তে হবে এবং ৪র্থ তাকবীর দিয়ে সালাম ফিরাতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমরা কোন মৃত ব্যক্তির জানাযার ছালাত পড়বে তখন তার জন্য খালেছ অন্তরে দো‘আ করবে।[৮৬] আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন জানাযার ছালাত পড়তেন তখন বলতেন-

(١) اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اَللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَه مِنَّا فَاَحْيِه عَلَى الْإِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، اَللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মাগফির লিহাইয়্যিনা ওয়া মাইয়্যিতিনা ওয়া শা-হিদিনা ওয়া গা-য়িবিনা ওয়া ছাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনছা-না, আল্লা-হুম্মা মান আহইয়াইতাহূ মিন্না ফাআহয়িহী ‘আলাল ইসলা-মি ওয়ামান তাওয়াফফাইতাহূ মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহূ ‘আলাল ঈমান, আল্লা-হুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহূ ওয়া লা তাফ্তিন্না বা‘দাহূ।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত, মৃত, আমাদের মধ্যে উপস্থিত ও অনুপস্থিত, আমাদের ছোট ও বড়, পুরুষ ও নারী সকলের গোনাহ মাফ করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মধ্যে যাদেরকে জীবিত রেখেছ তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ এবং তুমি যাদেরকে মৃত্যু দাও তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দাও। হে আল্লাহ! আমাদেরকে বঞ্চিত কর না তার ছওয়াব হ’তে এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে বিপদে ফেল না’।[৮৭]

(٢) اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَه وَارْحَمْهُ وَعَافِه وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّه مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ

---

৮৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৫৬৩।
৮৫. বুখারী, মিশকাত হা/১৫৬৫।
৮৬. আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৫৮৪।
৮৭. আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৫৮৫।

مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মাগফির লাহূ ওয়ারহামহু ওয়া'আ-ফিহী ওয়া'ফু 'আনহু ওয়া আকরিম নুঝুলাহূ ওয়া ওয়াসসি' মাদখালাহূ, ওয়াগ্সিলহু বিল মা-ই ওয়াছ ছালজি ওয়াল বারাদি, ওয়া নাকক্বিহী মিনাল খাত্বা-ইয়া কামা নাকক্বাইতাছ ছাওবাল আবইয়াযা মিনাদ দানাসি, ওয়া আবদিল্হু দা-রান খায়রাম মিন দা-রিহী ওয়া আহলান খায়রাম মিন আহলিহী ওয়া ঝাওজান খায়রাম মিন ঝাওজিহী, ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা ওয়া আ'ইযহু মিন 'আযা-বিল ক্বাবরি ওয়া মিন 'আযা-বিন না-র।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, তার প্রতি দয়া কর, তাকে শান্তিতে রাখ, তাকে মাফ কর, তাকে সম্মানিত আতিথ্য দান কর, তার স্থানকে প্রসারিত কর। তুমি তাকে ধৌত কর পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা। তুমি তাকে পাপ হ'তে এমনভাবে পরিষ্কার কর যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। তুমি তার ঘর অপেক্ষা উত্তম ঘর তাকে দান কর, তার পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার এবং তার স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী দান কর। তুমি তাকে জান্নাতে দাখিল কর, আর তাকে কবরের আযাব এবং জাহান্নামের 'আযাব হ'তে রক্ষা কর।[৮৮]

(৩) ওয়াছিলা ইবনু আসকা' (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিয়ে মুসলমানদের এক ব্যক্তির জানাযার ছালাত পড়লেন। তখন তিনি বলেছেন,

اَللَّهُمَّ إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فَلاَنِ فِيْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্না ফুলা-নাবনা ফুলা-নিন ফী যিম্মাতিকা ওয়া হাবলি জিওয়ারিকা, ফাক্বিহী মিন ফিতনাতিল ক্বাবরি ওয়া 'আযা-বিন নারি। ওয়া আনতা আহলুল ওয়াফা-ই ওয়াল হাক্বক্বি, আল্লা-হুম্মাগফির লাহূ, ওয়ার হামহু, ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর রাহীম।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! অমুকের পুত্র অমুক তোমার দায়িত্বে এবং তোমার আশ্রয়ে রইল। অতএব তুমি তাকে কবরের বিপদ এবং জাহান্নামের আযাব হ'তে রক্ষা কর। তুমিই তো অঙ্গীকার পূর্ণকারী এবং প্রকৃত সত্যের অধিকারী। হে আল্লাহ!

---

৮৮. মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৬৬।

তুমি তাকে ক্ষমা কর এবং তার প্রতি দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি অতি ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু'।[৮৯]

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন যে, নাম জানা থাকলে 'ফুলান'-এর স্থলে মাইয়েত ও তার পিতার নাম বলা যাবে *(নায়ল)*। সে হিসাবে মাইয়েত মেয়ে হলে ইবনু-এর স্থলে 'বিনতে' বলা যাবে। আর মেয়ের নাম জানা না থাকলে 'ফুলা-নাতা বিনতে ফুলা-নিন' বলা যাবে।[৯০]

(৪) মাইয়েত শিশু হ'লে ১ম দো'আ শেষে এই দো'আ পড়তে হয়-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَّفَرَطًا وَّذُخْرًا وَّأَجْرًا–

উচ্চারণঃ *আল্লা-হুম্মাজ'আলহু লানা-সালাফাওঁ ওয়া ফারাত্বাওঁ ওয়া যুখরাওঁ ওয়া আজরান।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তুমি এই শিশুকে আমাদের জন্য পূর্বগামী, অগ্রগামী এবং পরকালের পুঁজি ও পুরস্কার হিসাবে গণ্য কর'।[৯১]

২২। কবরে লাশ রাখার দো'আ :

بِسْمِ اللهِ وَعَلى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ–

উচ্চারণঃ *বিসমিল্লা-হি ওয়া 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লা-হ।*

অর্থঃ 'আল্লাহ্র নামে, তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর মিল্লাতের উপর রাখছি'।[৯২] 'মিল্লাতি' এর স্থলে 'সুন্নাতি' বলা যায়।[৯৩]

২৩। কবরে মাটি দেওয়ার নিয়ম :

কবর বন্ধ করার পরে উপস্থিত সকলে 'বিসমিল্লা-হ' বলে তিন মুঠি করে মাটি কবরের মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে ছড়িয়ে দিবে।[৯৪]

মাটি দেওয়ার সময় আমাদের দেশে প্রচলিত সূরা ত্ব-হার ৫৫ নং আয়াত 'মিনহা খালাক না-কুম ...' যে দো'আ হিসাবে পড়া হয়, ছহীহ হাদীছে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আয়াতটি দো'আ হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও সাহাবীগণ কখনো পড়েননি।

---

৮৯. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৫৮৬।
৯০. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)।
৯১. বুখারী তা'লীক্ব, মিশকাত হা/১৫৯৯; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)।
৯২. আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৬১৫।
৯৩. আবুদাঊদ, মিশকাত ঐ।
৯৪. ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৬২৮; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ২৩১।

২৪। মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর দো‘আ :

اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ، اَللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ–

উচ্চারণ: *আল্লা হুম্মাগফির লাহু, আল্লা-হুম্মা ছাব্বিতহু।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! তুমি এই মৃতকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! (এ সময়) তাকে (ঈমানের উপর) দৃঢ় রাখ’।[৯৫]

উল্লেখ্য যে, দাফনের পর সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো‘আ করা সুন্নাতের খেলাফ। এটা পাক ভারত উপমহাদেশে নব্য সৃষ্টি, যা পরিত্যাগ করা অতীব যরূরী।

২৫। কবর যিয়ারতের দো‘আ :

اَلسَّلاَمُ عَلىَ أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ–

উচ্চারণ: *আসসালা-মু ‘আলা আহ্লিদ্ দিইয়া-রি মিনাল মুমিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা, ওয়া ইয়ারহামুল্লা-হুল মুস্তাক্বদিমীনা মিন্না ওয়াল মুস্তা’খিরীনা ওয়া ইন্না ইনশাআল্লা-হু বিকুম লালা-হিকূন।*

অর্থ: ‘মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীদের উপর শান্তি বর্ষিত হৌক। আমাদের মধ্যে যারা প্রথমে গেছে তাদের এবং যারা পরে আসবে তাদের উপর আল্লাহ দয়া করুন। আমরাও শ্রীর্ঘই তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি ইনশাআল্লাহ’।[৯৬]

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ–

উচ্চারণ: *আসসালা-মু ‘আলাইকু আহলাদদিইয়া-রি মিনাল মুমিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা, ওয়া ইন্না-ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লালা-হিকূনা, নাসআলুল্লা-হা লানা ওয়া লাকুমুল ‘আ-ফিইয়াতা।*

অর্থ: ‘মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হৌক। নিশ্চয়ই আমরাও তোমাদের সাথে শ্রীঘ্রই মিলিত হচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আমরা আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি’।[৯৭]

---

৯৫. আবুদাঊদ, হাকেম, হিছনুল মুসলিম, দো‘আ নং ১৬৪।
৯৬. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ-২০১১, পৃ: ২১৩ হতে ২৫২ পর্যন্ত পাঠ করুন-লেখক।
৯৭. মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৭২।

২৬। ইস্‌তিখারাহ্‌র দো'আ :

'ইসতিখারাহ' অর্থ কল্যাণ চাওয়া, সঠিক দিক নির্দেশনা চাওয়া। অর্থাৎ কোন কাজ করার পূর্বে সঠিক দিক নির্দেশনা চেয়ে আল্লাহ্‌র নিকট বিশেষ প্রার্থনা করা।

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের সব কাজে ইসতিখারাহ শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, তোমাদের কেউ কোন কাজের ইচ্ছা করলে সে যেন ফরয নয় এমন দু'রাক'আত ছালাত আদায় করার পর এ দো'আ পড়ে-

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ، اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِىْ فَاقْدِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِىْ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِىْ بِهِ-

উচ্চারণ: *আল্লাহ-হুম্মা ইন্নী আসতাখীরুকা বি'ইলমিকা ওয়া আসতাক্বদিরুকা বিক্বুদরাতিকা ওয়া আসআলুকা মিন ফাযলিকাল 'আযীম। ফা ইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়া লা আক্বদিরু ওয়া তা'লামু ওয়া লা আ'লামু ওয়া আনতা 'আল্লা-মুল গুয়ূব। আল্লা-হুম্মা ইন্ কুন্তা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা খায়রুল লী ফী দীনী ওয়া মা'আ-শী ওয়া 'আ-ক্বিবাতি আমরী, ফাক্বদিরহু লী ওয়া ইয়াস্‌সিরহু লী ছুম্মা বা-রিকলী ফীহি। ওয়া ইন্ কুনতা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা শাররুল্‌লী ফী দীনী ওয়া মা'আ-শী ওয়া 'আ-ক্বিবাতি আমরী ফাছরিফহু 'আন্নী ওয়াছরিফনী 'আনহু ওয়াক্বদির লিইয়াল খায়রা হাইছু কা-না ছুম্মা আরযিনী বিহী।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি আপনার ইল্‌মের অসীলায় আপনার কাছে আমার উদ্দীষ্ট বিষয়ের কল্যাণ চাই। আপনার কুদরতের অসীলায় আপনার কাছে শক্তি চাই। আপনার কাছে চাই আপনার মহান অনুগ্রহ। কেননা আপনি সব বিষয়ে ক্ষমতা রাখেন, আমি কোন ক্ষমতা রাখি না। আপনি সব বিষয়ে অবগত, আর আমি অবগত নই। আপনিই গায়েব সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। হে আল্লাহ! আমার দ্বীন, আমার জীবন-জীবিকা ও আমার কাজের পরিণাম বিচারে যদি একাজটি আমার জন্য কল্যাণকর বলে জানেন, তাহ'লে আমার জন্য তা ব্যবস্থা করে দিন। আর তা আমার জন্য সহজ করে দিন। তারপর আমার জন্য তাতে বরকত দান করুন। আর যদি এ কাজটি আমার দ্বীন, আমার জীবন-জীবিকা ও আমার কাজের পরিণাম বিচারে আমার জন্য ক্ষতি হয়, তাহ'লে আপনি তা আমার নিকট থেকে সরিয়ে দিন এবং আমাকে তা থেকে ফিরিয়ে রাখুন। আর আমার জন্য কল্যাণ

নির্ধারিত রাখুন তা যেখানেই হোক। এরপর সে বিষয়ে আমাকে রাযী থাকার তাওফীক্ব দিন'।

এখানে هَذَا الْأَمْرَ (হা-যাল আমরা) বা 'এ কাজটি' বলার সময় কাজের নাম উল্লেখ করা যায়।[৯৮]

২৭। হজ্জ ও ওমরার দো'আ :

لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ-

উচ্চারণ: *লাব্বাইকা আল্লা-হুম্মা লাবাবাইক্; লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক্; ইন্নাল হাম্‌দা ওয়াননি'মাতা লাকা ওয়াল মুলকা লা শারীকা লাকা।*

অর্থ: 'আমি হাযির হে আল্লাহ! আমি হাযির, আমি হাযির তোমার কোন শরীক নেই, আমি হাযির। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নে'মত তোমারই, আর সকল সাম্রাজ্যই তোমার, তোমার কোন শরীক নেই'।[৯৯]

২৮। হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানে পঠিত দো'আ :

رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ-

উচ্চারণ: রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্‌দুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আ-খিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা 'আযা-বান না-র।

অর্থ: 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান কর ও আখেরাতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হ'তে বাঁচাও'।[১০০]

২৯। ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ে পঠিত দো'আ :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ-

উচ্চারণ: *ইন্নাছছাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আ-ইরিল্লা-হ।*

অর্থ: 'নিশ্চয়ই ছাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত' *(বাক্বারাহ ১৫৮)*।

---

৯৮. বুখারী, মিশকাত হা/১২৪৭।
৯৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৪২৬।
১০০. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৪৬৬।

অতঃপর ছাফা পাহাড়ে উঠে কা‘বার দিকে মুখ করে দু’হাত উঠিয়ে তিনবার ‘আল্লাহ আকবার’ বলে তিনবার নিম্নের দো‘আ পাঠ করতে হবে।

لآ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ- لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَه، اَنْجزَ وَعْدَه وَنَصرَ عَبْدَه وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَه-

উচ্চারণ: *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহূ, লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ, আনজাঝা ওয়া‘দাহূ ওয়া নাছারা আবদাহূ ওয়া হাঝামাল আহঝা-বা ওয়াহদাহূ।*

অর্থ: ‘আল্লাহ ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই, তিনি অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সমস্ত সম্মিলিত শক্তিকে পরাভূত করেছেন’।[১০১]

রাসূলল্লাহ (ছাঃ) মারওয়া পাহাড়েও অনুরূপ দো‘আ করতেন যেভাবে ছাফা পাহাড়ে করেছেন।[১০২]

৩০। আরাফার দিবসের দো‘আ :

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, সমস্ত দো‘আর শ্রেষ্ঠ দো‘আ হ’ল আরাফার দিবসের দো‘আ এবং সমস্ত যিকির যা আমি করেছি ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণ করেছেন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠটি হল-

لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

উচ্চারণ: লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহূ, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থ: ‘আল্লাহ ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান’।[১০৩]

---

১০১. মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৪০।
১০২. ঐ।
১০৩. তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৮২।

॥ তৃতীয় পর্ব ॥

ছহীহ হাদীছ থেকে চয়নকৃত
দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দো‘আ সমূহ

১। রাতে ঘুমাবার দো‘আ :

আল্লাহ বলেন, ‘তোমাদের নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী’ *(আন-নাবা ৯)*।

নিদ্রা মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে দূর করে তার অন্তর ও মস্তিষ্ককে এমন স্বস্তি ও শান্তি দান করে যার বিকল্প দুনিয়ার কোন শান্তি হ’তে পারে না। নিদ্রা বা ঘুম মানব জাতীর জন্য আল্লাহ্‌র বড় নে‘মত।

শোয়ার সময় বিছানাটা ঝেড়ে নেওয়ার জন্য নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন’।[১০৪]

বারা ইবনু আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শোয়ার সময় ডান পার্শ্বের উপর শুতেন, অতঃপর বলতেন,

اَللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِىْ إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِىْ إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِىْ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَأَ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ أَرْسَلْتَ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা আস্‌লাম্‌তু নাফ্‌সী ইলাইকা ওয়া ওয়াজ্জাহ্‌তু ওয়াজহী ইলাইকা ওয়া ফাউওয়ায্‌তু আমরী ইলাইকা ওয়ালজা’তু যাহরী ইলাইকা রাগ্‌বাতাওঁ ওয়া রাহবাতান ইলাইকা লা মালজাআ ওয়ালা মানজাআ মিন্‌কা ইল্লা ইলাইকা আ-মানতু বিকিতা-বিকাল্লাযী আনঝালতা ওয়া বি নাবিইয়্যিকাল্লাযী আরসাল্‌তা।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমাতে সমর্পণ করলাম, তোমার দিকে মুখ ফিরালাম, আমার কাজ তোমার প্রতি ন্যস্ত করলাম এবং তোমার প্রতি ভয় ও আগ্রহ নিয়ে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করলাম। তুমি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল ও নাজাতের স্থান নেই। তোমার নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি ঈমান আনলাম এবং তোমার প্রেরিত নবীর প্রতি ঈমান আনলাম’।[১০৫]

ফযীলত : নবী করীম (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে বললেন, হে অমুক, যখন তুমি বিছানায় ঘুমাতে যাবে তখন ওযূ করবে তোমার ছালাতের ওযূর ন্যায়। অতঃপর

---

১০৪. বুখারী (ই.ফা) হা/৫৭৬৮।
১০৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২২৭৪।

তোমার ডান পার্শ্বের উপরে শুবে এবং উক্ত দো‘আ বলবে। তারপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যদি তুমি সেই রাতেই মৃত্যু বরণ কর, তবে তুমি ইসলামের উপর মৃত্যু বরণ করবে আর যদি তুমি ভোরে উঠ, তবে তুমি কল্যাণের সাথে উঠবে’।[১০৬]

নবী করীম (ছাঃ) যখন রাতে শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন বলতেন,

اَللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَى-

উচ্চারণঃ *আল্লা-হুম্মা বিস্‌মিকা আমূতু ওয়া আহইয়া।*

অর্থঃ ‘হে আল্লাহ! তোমারই নামে আমি মৃত্যুবরণ করছি এবং তোমারই দয়ায় পুনরায় জীবিত হব’।[১০৭]

রাতে ঘুমাবার সময় ‘আয়াতুল কুরসী’ পাঠ করলে তার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ঘুম থেকে উঠা পর্যন্ত একজন পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়। ফলে শয়তান তার নিকট আসতে পারে না।[১০৮]

নবী করীম (ছাঃ) রাতে ঘুমাবার সময় সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস পড়তেন।[১০৯]

রাসূল (ছাঃ) শোয়ার সময় গালের নিচে ডান হাত রেখে নিম্নের দো‘আটিও পড়তেন-

اَللَّهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ক্বিনী ‘আযা-বাকা ইয়াওমা তাব‘আছু ‘ইবা-দাকা।

অর্থঃ ‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার আযাব হ’তে রক্ষা কর, যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে কবর হ’তে উঠাবে’।[১১০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাক্বারার শেষ দু’টি আয়াত পড়বে, তার জন্য তা যথেষ্ট হবে’।[১১১]

নবী করীম (ছাঃ) শোয়ার সময় ফাতেমা (রাঃ)-কে ৩৩ বার সুব্‌হা-নাল্লাহ, ৩৩ বার আল্‌-হাম্‌দুলিল্লাহ, ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়তে বলেছিলেন।[১১২]

---

১০৬. ঐ।
১০৭. বুখারী, মিশকাত হা/২২৭২।
১০৮. বুখারী, মিশকাত হা/২০২১।
১০৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০২৯।
১১০. তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/২২৮৯।
১১১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০২৩।
১১২. মুসলিম, মিশকাত হা/২২৭৭।

২। ঘুমন্ত অবস্থায় ভয় পেলে দো‘আ :

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَّحْضَرُوْنِ–

উচ্চারণ: *আ‘উযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মা-তি মিন গাযাবিহী ওয়া ‘ইক্বা-বিহী ওয়া শাররি ‘ইবা-দিহী ওয়া মিন হামাঝা-তিশ শাইয়া-ত্বীনি ওয়া আইয়াহযুরূন।*

অর্থ: ‘আমি আশ্রয় চাই আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ বাক্য সমূহের মাধ্যমে তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি হতে, তাঁর বান্দাদের অপকারিতা হতে, শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে এবং তাদের উপস্থিতি হতে।[১১৩]

ফযীলত : নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন তোমাদের কেউ ঘুমের মধ্যে ভয় পায় তখন সে যেন উক্ত দো‘আ পাঠ করে। ফলে কোন কুমন্ত্রণা তার ক্ষতি করতে পারবে না’।[১১৪]

৩। ঘুমন্ত অবস্থায় ভাল বা মন্দ স্বপ্ন দেখলে করণীয় :

ভাল স্বপ্ন দেখলে করণীয়-

(১) ‘আল্‌-হাম্‌দু লিল্লাহ’ পড়া (২) সুসংবাদ গ্রহণ করা (৩) প্রিয় ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করা।

মন্দ স্বপ্ন দেখলে করণীয়-

(১) ‘আ‘ঊযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম’ তিন বার পড়া (২) বাম দিকে তিন বার থুক ফেলা (৩) পার্শ্ব পরিবর্তন করে শোয়া (৪) কারো কাছে প্রকাশ না করা।[১১৫]

৪। ঘুম থেকে উঠার পর দো‘আ:

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ–

উচ্চারণ: *আল-হাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী আহ্‌ইয়া-না বা‘দা মা আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন্‌নুশূর।*

অর্থ: ‘সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করলেন এবং ক্বিয়ামতের দিন তাঁরই নিকটে সকলকে ফিরে যেতে হবে।[১১৬]

---

১১৩. আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩৬৩।
১১৪. ঐ।
১১৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪০৮-৯।
১১৬. বুখারী, মিশকাত হা/২২৭২।

৫। শৌচাগারে প্রবেশের দো'আ:

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল খুবছি ওয়াল খাবা-ইছ।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি মন্দ কাজ ও শয়তান থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[১১৭]

৬। শৌচাগার হ'তে বের হওয়ার দো'আ :

غُفْرَانَكَ *(গুফরা-নাকা)* **অর্থ:** 'হে আল্লাহ! তোমার নিকট ক্ষমা চাই'।[১১৮]

কুলুখ: পানি না পাওয়া গেলে পায়খানা বা প্রস্রাবের পর মাটি, পাথর, ইটের কুচি ইত্যাদি দিয়ে কুলুখ করবে। হাড় বা শুকনো গোবর দ্বারা কুলুখ করা যাবে না। কাপড়ের টুকরো বা টিসু পেপার দিয়েও কুলুখ করা যায়। কিন্তু পানি পাওয়া গেলে কুলুখ ব্যবহার করা ঠিক নয়। কারণ একই সাথে পানি ও কুলুখ ব্যবহার ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

৭। খাবার গ্রহণের সময় দো'আ :

কুরআনের বাণী- 'আল্লাহ তোমাদেরকে যে সব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন তা তোমরা আহার কর এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদতকারী হয়ে থাক' *(সূরা নাহল ১১৪)*।

মানুষ তার মানবীয় জীবনে আল্লাহ্‌র নে'মত আহারের মাধ্যমে বেঁচে থাকে বিধায় তা গ্রহণের সময় আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করা আমাদের কর্তব্য।

'বিসমিল্লাহ' বলে ডান হাত দিয়ে খাওয়া শুরু করতে হবে।[১১৯] নিম্নের দো'আটিও পড়া যায়-

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা বা-রিক্ লানা ফীহি ওয়া আত্ব'ইম্‌না খাইরাম্ মিন্‌হু।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে এতে বরকত দিন, ভবিষ্যতে আরো উত্তম খাদ্য দিন'।[১২০]

---

১১৭. বুখারী, মিশকাত হা/৩১০।
১১৮. তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৩২।
১১৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৯৮০।
১২০. তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪০৯৮।

প্রথমে ‘বিসমিল্লাহ’ বলতে ভুলে গেলে নিম্নের দো‘আটি পড়তে হয়- بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ***উচ্চারণ:*** *বিসমিল্লা-হি আউওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ।* **অর্থ:** ‘আল্লাহ্‌র নামে খাওয়ার শুরু ও শেষ’।[১২১]

৮। খাবার শেষে দো‘আ :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَطْعَمَنِىْ هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلاَ قُوَّةٍ–

উচ্চারণ: *আল-হামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত্ব‘আমানী হা-যাত্ ত্বা‘আ-মা ওয়া রাযাক্বানীহি মিন্ গাইরি হাওলিম্ মিন্নী ওয়া লা কুউওয়াতিন।*

অর্থ: ‘সেই আল্লাহ্‌র যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাকে পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা ছাড়াই খাওয়ালেন ও রূযী দান করলেন।[১২২] মু‘আয (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ‘ কোন মুসলমান খাবার বস্তু খাওয়ার পর অথবা পানীয় দ্রব্য পানের পর যদি দো‘আটি পড়ে, তবে তার পূর্বের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়’।[১২৩] অথবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا–

উচ্চারণ: *আল-হামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত্ব‘আমা ওয়া সাক্বা ওয়া সাউওয়াগাহূ ওয়া জা‘আলা লাহূ মাখরাজা।*

অর্থ: ‘সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য যিনি খাওয়ালেন, পান করালেন, অতি সহজে তা উদরস্থ করালেন এবং পরিশেষে অপ্রয়োজনীয় অংশ বের হবার ব্যবস্থা করলেন’।[১২৪]

৯। খাওয়া শেষে দস্তরখানা উঠানোর সময় দো‘আ:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِىٍّ وَّلاَ مُوَدَّعٍ وَّلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا–

উচ্চারণ: *আল-হামদু লিল্লা-হি হাম্‌দান্ কাছীরান্ ত্বাইয়্যিবাম্ মুবা-রাকান্ ফীহি গাইরা মাকফিইয়্যিন ওয়ালা মুওয়াদ্দা‘ইন ওয়ালা মুস্‌তাগ্‌নান্ ‘আনহু রাব্বানা।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার, অধিক অধিক প্রশংসা, যা পবিত্র ও বরকতময়। হে প্রভু! তোমার অনুগ্রহ হ’তে মুখ ফিরানো যায় না, আর এর অন্বেষণ ত্যাগ করা যায় না এবং এর প্রয়োজন হ’তে মুক্ত থাকা যায় না।[১২৫]

---

১২১. তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪০২০।
১২২. আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪১৪৯।
১২৩. ঐ।
১২৪. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪০২৪।
১২৫. বুখারী, মিশকাত হা/৪০১৭।

১০। দুধপান করার সময় দো‘আ :

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা বা-রিক্ লানা ফীহি ওয়া ঝিদ্‌না মিনহু।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমাদেরকে এতে বরকত দিন, ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি করে দিন’।[১২৬]

১১। মেযবানের জন্য মেহমানের দো‘আ :

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা বা-রিক্‌লাহুম ফীমা রাঝাক্বতাহুম ওয়াগফিরলাহুম ওয়ার হাম্‌হুম।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছ তাতে তুমি বরকত দান কর, তাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং তাদের উপর রহমত বর্ষণ কর’।[১২৭]

১২। দরজা-জানালা বন্ধের সময় পঠিত দো‘আ :

দরজা-জানালা বন্ধের সময় এবং খাদ্যপাত্র ঢাকার সময় ‘বিস্‌মিল্লাহ’ বলবে।[১২৮]

জাবের (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘বিসমিল্লাহ’ বলে ঘরের দরজা সমূহ বন্ধ কর, আর ‘বিসমিল্লাহ’ বলে তোমাদের মশকের (পানির পাত্র) মুখ বন্ধ কর এবং ‘বিসমিল্লাহ’ বলে খাদ্যপাত্র ঢেকে রাখ। অতঃপর শোয়ার সময় বাতিগুলো নিভিয়ে দাও।[১২৯]

১৩। বাড়ী থেকে বের হওয়ার দো‘আ :

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ–

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু ‘আলাল্লা-হি, লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হি।

অর্থ: ‘আমি আল্লাহ্‌র নামে বের হচ্ছি, আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করছি। আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক ও শক্তি নেই’।[১৩০]

---

১২৬. তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪০৯৮।
১২৭. মুসলিম, মিশকাত হা/২৩১৫।
১২৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১০৯।
১২৯. ঐ।
১৩০. তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৩০।

উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখনই আমার ঘর হ'তে বের হ'তেন আকাশের দিকে মাথা উঠিয়ে বলতেন,

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ اُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা আন আযিল্লা আও উযাল্লা আও আযলিমা আও উযলামা আও আজহালা আও ইউজহালা 'আলাইয়্যা।*

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই বিপথগামী হওয়া বা বিপদগামী করা, অত্যাচার করা বা অত্যাচারিত হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা বা অজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র হওয়া হ'তে'।[১৩১]

১৪। বাড়ীতে প্রবেশের দো'আ :

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাল মাওলিজি ওয়া খাইরাল মাখরাজি, বিসমিল্লা-হি ওয়ালাজনা ওয়া আলাল্লা-হি রাব্বিনা তাওয়াক্কাল্না।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আগমন ও নির্গমনের মঙ্গল চাই। তোমার নামেই আমরা প্রবেশ করি ও বের হই। আমাদের প্রভু আল্লাহ্র উপর ভরসা করলাম'। অতঃপর পরিবারের লোকদের প্রতি সালাম দিতে হবে।[১৩২]

১৫। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের বিদায় দানের দো'আ :

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ وَزَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَلَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ-

উচ্চারণ: আসতাওদি'উল্লা-হা দীনাকা ওয়া আমা-নাতাকা ওয়া খাওয়া-তীমা 'আমালিকা ওয়া ঝাউওয়াদাকাল্লা-হুত তাক্বওয়া ওয়া গাফারা যামবাকা ওয়া ইয়াসসারা লাকাল খাইরা হাইছু মা-কুন্তা।

অর্থ: তোমার দ্বীন, তোমার আমানত, তোমার কাজের শেষ পরিণতি আল্লাহ্র উপর সোপর্দ করলাম। আল্লাহ যেন তোমার তাক্বওয়া বৃদ্ধি করে দেন। তোমার গোনাহ ক্ষমা করে দেন আর তুমি যেখানেই থাক যে কাজই কর কল্যাণকর দিক যেন আল্লাহ তোমাকে সহজ করে দেন'।[১৩৩]

---

১৩১. আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৩২৯।
১৩২. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৩১।
১৩৩. আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩২২, ২৩২৪।

১৬। নতুন কাপড় পরিধান কালে দো’আ :

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ–

উচ্চারণঃ আল্-হাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী কাসা-নী হাযা ওয়া রাঝাক্বানীহি মিন গাইরি হাওলিম্ মিন্নী ওয়ালা কুউওয়াতিন।

অর্থঃ ‘সেই আল্লাহ্‌র সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমাকে বিনাশ্রমে ও শক্তি প্রয়োগ ব্যতীতই রূযী দান করেছেন এবং এই পোষাক পরিধান করিয়েছেন।[১৩৪] কাপড় খুলে রাখার সময় ‘বিসমিল্লা-হ’ বলতে হয়।[১৩৫]

১৭। আয়না দেখার দো‘আ :

اَللَّهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَأَحْسِنْ خُلُقِىْ–

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা হাস্সান্তা খাল্ক্বী ফাআহসিন খুলুক্বী।

অর্থঃ ‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছ, তুমি আমার চরিত্র সুন্দর করে দাও’।[১৩৬]

১৮। বিবাহের খুৎবা :

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ–

يآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَتَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ–

يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً– وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا–

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا– يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا–

(আহমাদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩০১৪; আলে ইমরান ১০২; নিসা ১; আহযাব ৭০-৭১)।

---

১৩৪. আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪১৪৯।
১৩৫. তিরমিযী সনদ ছহীহ, হিছনুল মুসলিম, পৃঃ ১৩।
১৩৬. আহমাদ, মিশকাত হা/৫০৯৯, হাদীছ ছহীহ।

১৯। বিবাহ পড়ানোর পর বর-কনের জন্য বিবাহ আসরে পঠনীয় দো‘আ :

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, যখন কোন ব্যক্তি বিবাহ করত নবী করীম (ছাঃ) তাকে অভিনন্দন জানিয়ে এই দো‘আ করতেন-

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِى خَيْرٍ-

উচ্চারণ: *বা-রাকাল্লা-হু লাকা ওয়া বা-রাকা ‘আলাইকা ওয়া জামা‘আ বাইনাকুমা ফী খাইর।*

অর্থ: ‘এই বিবাহে আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুক এবং তোমাদের উভয়ের উপর বরকত হোক আর তোমাদের দু’জনকে অতি উত্তমরূপে একত্রে অবস্থান করার ব্যবস্থা করে দিন’।[১৩৭]

২০। বাসর ঘরে পাঠ করার দো‘আ :

বাসর রাতে স্বামী স্বীয় স্ত্রীর কপালে হাত রেখে বলবে-

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা খাইরাহা ওয়া খাইরামা জাবাল্‌তাহা ‘আলাইহি ওয়া আ‘ঊযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররিমা জাবাল্‌তাহা ‘আলাইহ।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তার মঙ্গল ও যে মঙ্গলের উপর তাকে সৃষ্টি করেছ তা প্রার্থনা করছি। আর তার অমঙ্গল ও যে অমঙ্গলের উপর তাকে সৃষ্টি করেছ তা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি’।[১৩৮]

উল্লেখ্য, চতুষ্পদ জন্তু কিংবা কোন খাদেম ক্রয় করে ও উক্ত দো‘আ পড়তে হয়।[১৩৯]

২১। বাসর রাতে দু’রাক‘আত ছালাত পড়া এবং দো‘আ :

বাসর রাতে স্বামী তার স্ত্রীকে পিছনে নিয়ে জামা‘আত সহকারে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করবে এবং এই দো‘আ পাঠ করবে,

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لِىْ فِىْ أَهْلِىْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِىَّ- اَللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ بِخَيْرٍ وَ فَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ-

---

১৩৭. আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৩২।
১৩৮. আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/২৪৪৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৩৩।
১৩৯. ঐ।

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা বা-রিক লী ফী আহ্‌লী ওয়া বা-রিক লাহুম ফিইয়্যা, আল্লা-হুম্মাজমা' বাইনানা মা জামা'তা বিখাইরিন ওয়া ফাররিক্ব বাইনানা ইযা ফাররাক্বতা ইলা খাইর।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমার জন্য আমার পরিবারে বরকত দান কর এবং তাদের স্বার্থে আমার মাঝে বরকত দাও। হে আল্লাহ! তুমি যা ভাল একত্রিত করেছ তা আমাদের মাঝে একত্রিত কর। আর যখন কল্যাণের দিকে বিচ্ছেদ কর তখন আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ কর'।[১৪০]

২২। স্ত্রীর মিলনের দো'আ :

স্ত্রী সহবাসের পূর্বে বলতে হবে-

بِسْمِ اللهِ اَللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا–

উচ্চারণ: *বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা জান্নিব্‌নাশ্‌ শাইত্বা-না ওয়া জান্নিবিশ্‌ শাইত্বা-না মা রাঝাক্বতানা।*

অর্থ: 'আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং আমাদের এ মিলনের ফলে যে সন্তান দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখ'।[১৪১]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে মিলনের পূর্বে যদি উক্ত দো'আ বলে তারপর তাদের কিসমতে কোন সন্তান থাকলে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।[১৪২]

২৩। সকাল-সন্ধ্যায় যেসব দো'আ পড়তে হয় :

اَللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَىْءٍ وَمَلِيْكَهُ– أَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِه–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা 'আ-লিমাল গাইবি ওয়াশ্‌শাহা-দাতি ফা-ত্বিরাস্‌ সামা-ওয়াতি ওয়ালআরযি রাব্বা কুল্লি শাইয়িন ওয়া মালীকাহূ, আশ্‌হাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লা আনতা আ'ঊযুবিকা মিন শার্‌রি নাফ্‌সী ওয়া মিন্‌ শাররিশ শাইত্বানি ওয়া শিরকিহী।*

---

১৪০. আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ৯৬, বঙ্গানুবাদ পৃঃ ২৭।
১৪১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০৪।
১৪২. ঐ।

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! তুমি অদৃশ্য ও দৃশ্যকে জানো, আসমান ও যমীনের তুমি স্রষ্টা, প্রত্যেক বস্তুর তুমি প্রতিপালক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন মা‘বুদ নেই। আমি আমার মনের কুমন্ত্রণা, শয়তানের কুমন্ত্রণা ও তার শিরক হ’তে আশ্রয় চাই’।[১৪৩]

নবী করীম (ছাঃ) উক্ত দো‘আটি সকাল-সন্ধ্যা এবং শয্যা গ্রহণের সময় পড়ার জন্য আবুবকর (রাঃ)-কে বলেছিলেন।[১৪৪]

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ–

উচ্চারণ: *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা শারীকালাহূ, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল্ হাম্‌দু ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।*

অর্থ: ‘আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই রাজত্ব, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাশীল’।[১৪৫]

আবু আইয়্যাশ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সকালে উঠে উক্ত দো‘আ পড়বে তার জন্য ইসমাঈল বংশীয় একটি দাস মুক্ত করার সমান ছওয়াব হবে। তার জন্য দশটি পুণ্য লিখা হবে, দশটি পাপ ক্ষমা করা হবে, দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে এবং শয়তান হ’তে হেফাযতে থাকবে।[১৪৬]

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ–

উচ্চারণ: *আস্‌তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লাহুয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম ওয়া আতূবু ইলাইহ্।*

অর্থ: ‘আমি সেই মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। যিনি ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। আমি তাঁরই কাছে তওবা করছি’।[১৪৭]

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ الاَّ بِاللهِ–

উচ্চারণ: *লা হাওলা ওয়ালা ক্বুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।*

অর্থ: ‘নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি আল্লাহ ছাড়া’।[১৪৮]

---

১৪৩. তিরমিযী, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩৬৩২; মিশকাত হা/২২৭৯।
১৪৪. ঐ।
১৪৫. আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩৯২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২৮৪।
১৪৬. ঐ।
১৪৭. ছহীহ তিরমিযী হা/২৮৩১, মিশকাত হা/২২৪৪ সনদ ছহীহ।
১৪৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০৩, বঙ্গানুবাদ- ২২১২।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় একশত বার বলবে سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه (সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহি) ক্বিয়ামতের দিন এটা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাক্য নিয়ে কেউ উপস্থিত হ'তে পারবে না। কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যে এর অপেক্ষা অধিকবার বলবে।[১৪৯]

اَللَّهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَدَنِىْ اَللَّهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ اَللَّهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَصَرِىْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা 'আ-ফিনী ফীবাদানী, আল্লা-হুম্মা 'আ-ফিনী ফী সাম'ঈ, আল্লা-হুম্মা 'আ-ফিনী ফী বাছারী লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি আমার দেহকে হেফাযত কর। হে আল্লাহ! তুমি আমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিকে হেফাযত কর। তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বূদ নেই'।[১৫০]

আমল: উক্ত দো'আটি সকালে তিন বার ও সন্ধ্যায় ৩ বার পড়তে হবে।[১৫১]

নবী করীম (ছাঃ) নিম্নের দো'আটি সকাল-সন্ধ্যা পড়তেন-

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ العَفْوَ وَ العَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالَعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَأَهْلِىْ وَمَالِىْ، اَللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِىْ وَامِنْ رَوْعَاتِىْ، اَللَّهُمَّ احْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَّمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِى وَمِنْ فَوْقِىْ وَأَعُوْذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল্ 'আফওয়া ওয়াল 'আ-ফিইয়াতা ফিদ্ দুনইয়া ওয়াল্ আখিরাতি, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল্ 'আফওয়া ওয়াল 'আ-ফিইয়াতা ফী দ্বীনী ওয়া দুন্ইয়া-ইয়া ওয়া আহলী ওয়া মা-লী, আল্লা-হুম্মাসতুর 'আওরা-তী ওয়া আ-মিন রাও'আতী, আল্লা-হুম্মাহ্ফাযনী মিন্ বাইনি ইয়াদাইয়্যা ওয়া মিন খালফী ওয়া 'আই ইয়ামীনী ওয়া 'আন শিমা-লী ওয়া মিন্ ফাওক্বী ওয়া আ'উযু বি'আযমাতিকা আন্ উগতা-লা মিন তাহ্তী।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার ও সম্পদের অনিষ্টতা হ'তে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার দোষ ঢেকে রাখ

১৪৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১৮৯।
১৫০. আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/২৩০১।
১৫১. ঐ।

এবং ভয় থেকে নিরাপদ রাখ। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সামনে থেকে, পিছন থেকে, ডান-বাম থেকে এবং উপর থেকে হেফাযত কর। আর আমি তোমার মর্যাদার নিকটে আশ্রয় চাই মাটিতে ধ্বসে যাওয়া হ’তে’।[১৫২]

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ‘উযুবিকা মিন ঝাওয়া-লি নি‘মাতিকা ওয়া তাহাওউলি ‘আ-ফিয়াতিকা ওয়া ফুজা-আতি নিক্বমাতিকা ওয়া জামীঈ সাখাত্বিকা।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রদত্ত নিয়ামতের হ্রাস, তোমার' দেওয়া সুস্থতার পরিবর্তন, তোমার শাস্তির হঠাৎ আক্রমণ এবং তোমার সমস্ত অসন্তোষ হ’তে আশ্রয় প্রার্থনা করছি’।[১৫৩]

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চিন্তাযুক্ত অবস্থায় বলতেন,

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ‘উযুবিকা মিনাল্ হাম্‌মি ওয়াল্ হাযানে ওয়াল্ ‘আজঝি ওয়াল কাসালি ওয়াল্‌জুব্‌নি ওয়াল বুখলি ওয়া যালা‘ইদ দাইনি ওয়া গালাবাতির রিজা-লি।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চিন্তা, শোক, অপারগতা, অলসতা, ভীরুতা, কৃপণতা, ঋণগ্রস্ততা ও মানুষের রোষানল থেকে আশ্রয় চাই’।[১৫৪]

নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন সকালে ও সন্ধ্যায় তিন বার করে নিম্নের দো‘আটি পড়বে তাকে কোন বালা-মুছীবত স্পর্শ করবে না-

بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الْأَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ-

উচ্চারণ: *বিসমিল্লা-হিল্লা-যী লা ইয়াযুররু মা‘আসমিহী শাইয়ুন ফীল আরযি ওয়া লা ফিসসামা-য়ি ওয়া হুয়াস সামী‘উল ‘আলীম।*

১৫২. আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২২৮৬।
১৫৩. মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৪৮।
১৫৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩৪৫।

অর্থ: ‘আল্লাহ্র নামে শুরু করছি, যাঁর নামে শুরু করলে আসমান ও যমীনের কোন বস্তুই কোনরূপ ক্ষতিসাধন করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’।[১৫৫]

উম্মে সালমা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) ফজরের ছালাত শেষে বলতেন-

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّعَمَلاً مُّتَقَبَّلاً وَّرِزْقًا طَيِّبًا–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা ‘ইলমান নাফিআওঁ ওয়া ‘আমালাম্ মুতাক্বাববালাওঁ ওয়া রিঝক্বান ত্বাইয়্যিবান।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উপকারী জ্ঞান, কবুলযোগ্য আমল ও হালাল রূযী প্রার্থনা করছি।[১৫৬]

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ–

উচ্চারণ: *আ‘উযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্ তা-ম্মা-তি মিন শাররি মা খালাক্বা।*

অর্থ: ‘আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কালিমা দ্বারা তার অনিষ্টকর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি’।[১৫৭]

২৪। শয়তান এবং তার কুমন্ত্রণার প্রতিকার :

‘যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহ’লে সাথে সাথে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী’ *(আ‘রাফ ২০০)*।

শয়তান এবং তার কুমন্ত্রণা হ’তে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য পড়তে হবে-

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ–

উচ্চারণ: *আ‘উযুবিল্লা-হি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম।*

অর্থ: ‘আমি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাই বিতাড়িত শয়তান হ’তে’।[১৫৮]

ছালাতের ভিতর শয়তান কুমন্ত্রণা দিলে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করে (আউযুবিল্লাহ পড়ে) বাম দিকে তিনবার থুক ফেলতে হবে।[১৫৯]

কুরআন তেলাওয়াতের সময় : আল্লাহ বলেন, ‘যখন তুমি কুরআন পাঠ আরম্ভ করবে, বিতাড়িত শয়তান হ’তে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে’ *(নাহল ৯৮)*।

---

১৫৫. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২২৮০।
১৫৬. আহমাদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/২৩৮৪।
১৫৭. মুসলিম, মিশকাত হা/২৩১১।
১৫৮. আবুদাউদ।
১৫৯. মুসলিম, মিশকাত হা/৭১।

২৫। দ্বীনের উপর টিকে থাকার জন্য দো‘আ :

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلَى دِيْنِكَ–

উচ্চারণ: *ইয়া-মুক্বাল্লিবাল কুলূবি ছাব্বিত ক্বালবী ‘আলা দ্বীনিকা।*

অর্থ: ‘হে অন্তর আবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর দৃঢ় রাখ’।[১৬০]

২৬। প্রার্থনা কবুল হওয়ার জন্য দো‘আ :

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ– سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ الاَّ بِاللهِ–

উচ্চারণ: *লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা শারীকালাহূ লাহুল্ মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। সুবহানাল্লা-হি ওয়াল হাম্‌দু লিল্লা-হি ওয়া লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।*

অর্থ: ‘আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই সাম্রাজ্য, তাঁরই সমস্ত প্রশংসা, তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল। আমি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং তাঁর প্রশংসা করছি। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া কোন কৌশল নেই আর কোন ক্ষমতাও নেই’।[১৬১]

উবাদা ইবনু ছামেত (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে জাগ্রত হয়ে উক্ত দো‘আ পাঠ করে সে যে দো‘আ করবে তা কবুল হয়। যে ওযূ করে ছালাত পড়ে আল্লাহ তার সে ছালাত কবুল করেন।[১৬২]

২৭। গ্রহণযোগ্য ইবাদত করার তাওফীক্ব চেয়ে দো‘আ :

اَللَّهُمَّ أَعِنِّىْ عَلىَ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা আ‘ইন্নী ‘আলা-যিক্‌রিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ‘ইবা-দাতিকা।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সাহায্য কর আমি যেন তোমার শুকরিয়া আদায় করতে পারি এবং ভালভাবে তোমার ইবাদত করতে পারি’।[১৬৩]

---

১৬০. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১০২, বাংলা মিশকাত হা/৯৫।
১৬১. বুখারী, মিশকাত হা/১১৪৫।
১৬২. ঐ।

প্রত্যেক ছালাতের পর উক্ত দো‘আটি পাঠ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু‘আয (রাঃ)-কে অছিয়ত করেন।[১৬৪]

২৮। দুনিয়ার ফিত্না ও কবর আযাব থেকে বাঁচার দো‘আ :

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ‘ঊযুবিকা মিনাল জুবনি ওয়া আ‘ঊযুবিকা মিনাল বুখলি ওয়া আ‘ঊযুবিকা মিন্ আরযালিল ‘উমুরি ওয়া আ‘ঊযুবিকা মিন্ ফিতনাতিদ্ দুনইয়া ওয়া ‘আযা-বিল ক্বাব্রি।*

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কাপুরুষতা থেকে আশ্রয় চাই। কৃপণতা থেকে আশ্রয় চাই, বৃদ্ধ অবস্থার কষ্ট থেকে মুক্তি চাই। দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় চাই’।[১৬৫]

২৯। ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দো‘আ বা সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার :

اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّىْ لَآ إِلٰهَ الاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَاسْتَطَعْتُ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَإِنَّه لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা আন্তা রাব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খালাক্বতানী, ওয়া আনা ‘আবদুকা ওয়া আনা ‘আলা ‘আহদিকা ওয়া ওয়া‘দিকা মাসতাত্বা‘তু, আ‘ঊযুবিকা মিন শাররি মা ছানা‘তু আবূউলাকা বিনি‘মাতিকা ‘আলাইয়্যা ওয়া আবূউ বিযাম্বী ফাগফিরলী ফাইন্নাহূ লা-ইয়াগফিরুয্যুনূবা ইল্লা আনতা।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া কোন প্রভু নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার বান্দা। আমি সাধ্যমত তোমার কাছে দেওয়া ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পালনে সচেষ্ট আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হ’তে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। আমাকে যে নে‘মত দান করেছ তা স্বীকার করছি এবং আমি আমার পাপ সমূহ স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কেননা তুমি ছাড়া কেউ ক্ষমাকারী নেই’।[১৬৬]

---

১৬৩. আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৮৮৮।
১৬৪. ঐ।
১৬৫. বুখারী, মিশকাত হা/৯০২।
১৬৬. বুখারী, মিশকাত হা/২২২৭।

ফযীলত : নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি উক্ত দো'আ দিনে পাঠ করে সন্ধ্যার আগে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতীদের অন্তর্গত হবে। আর রাতে পাঠ করে সকাল হওয়ার আগে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতীদের অন্তর্গত হবে।[১৬৭]

৩০। ঋণ পরিশোধ করার জন্য সাহায্য চেয়ে দো'আ :

اَللَّهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা 'আন হারা-মিকা ওয়া আগনিনী বিফাযলিকা 'আম্মান সিওয়া-কা।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হালালের সাহায্যে হারাম হ'তে বাঁচাও এবং তোমার অনুগ্রহ দ্বারা তুমি ব্যতীত অন্যের মুখাপেক্ষিতা হ'তে বাঁচাও'।

ফযীলত : পাহাড় পরিমাণ দেনার চাপ থাকলেও উক্ত দো'আর বদৌলতে আল্লাহ তা পরিশোধ করার সামর্থ্য দিবেন বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।[১৬৮]

৩১। চোখ, কান, জিহ্বা, মন ও বীর্যের অপকারিতা হ'তে পরিত্রাণের দো'আ :

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَشَرِّ بَصَرِىْ وَشَرِّ لِسَانِى وَشَرِّ قَلْبِىْ وَشَرِّ مَنِيِّىْ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন শাররি সাম'ঈ ওয়া শাররি বাছারী ওয়া শাররি লিসা-নী ওয়া শাররি ক্বালবী ওয়া শাররি মানিইয়্যি।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার কানের অপকারিতা, আমার চোখের অপকারিতা, আমার জিহ্বার অপকারিতা, আমার মনের অপকারিতা ও বীর্যের অপকারিতা হ'তে আশ্রয় চাই'।[১৬৯]

৩২। অভাব, স্বল্পতা ও অপমান হ'তে পরিত্রাণের দো'আ :

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ والْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল ফাক্বরি ওয়াল ক্বিল্লাতি ওয়ায্‌যিল্লাতি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন আন আযলিমা আও উযলামা।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অভাব, স্বল্পতা ও অপমান হ'তে আশ্রয় চাই। আরও আশ্রয় চাই অত্যাচার করা বা অত্যাচারিত হওয়া থেকে'।[১৭০]

---

১৬৭. ঐ।
১৬৮. ছহীহ তিরমিযী হা/২৮২২; মিশকাত হা/২৩৩৬ সনদ হাসান।
১৬৯. ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৫৫১; মিশকাত হা/২৩৫৮ সনদ ছহীহ।

৩৩। শ্বেত রোগ, কুষ্ঠ রোগ, পাগলামি হ'তে আশ্রয় চেয়ে দো'আ :

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْجُنُوْنِ وَمِنْ سَىِّءِ الْأَسْقَامِ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল বারাছি ওয়াল জুযা-মি ওয়াল জুনূনি ওয়া মিন সাইয়্যিইল আসক্বা-মি।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে শ্বেত রোগ, কুষ্ঠ রোগ, পাগলামি ও খারাপ রোগ সমুদয় হ'তে আশ্রয় চাই'।[১৭১]

৩৪। যুদ্ধে বের হয়ে যে দো'আ পড়তে হয় :

اَللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِىْ وَنَصِيْرِىْ بِكَ أَحُوْلُ وَبِكَ أَصُوْلُ وَبِكَ أُقَاتِلُ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা আনতা 'আযুদী ওয়া নাছীরী বিকা আহূলু ওয়া বিকা আছূলু ওয়া বিকা উক্বা-তিলু।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি আমার বাহুবল, তুমি আমার সাহায্যকারী, তোমারই সাহায্যে আমি শত্রুর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করি, তোমারই সাহায্যে আমি আক্রমণ চালাই এবং তোমারই সাহায্যে আমি যুদ্ধ করি'।[১৭২]

৩৫। রাগ দমনের দো'আ :

দু'জন লোক মহানবী (ছাঃ)-এর সামনে ঝগড়া-বিবাদ করছিল। এদের একজন রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারাবার উপক্রম হ'লে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আমি একটি বাক্য জানি যদি এ লোকটি সে বাক্য পাঠ করে তাহ'লে তার উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যাবে। বাক্যটি হল এই-

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ–

উচ্চারণ: আ'ঊযুবিল্লা-হি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম।

অর্থ: 'আমি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাই বিতাড়িত শয়তান হ'তে'।

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে বাক্যটি পাঠ করল এতে তার উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে গেল।[১৭৩]

৩৬। জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলায় দো'আ :

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যে লোক চিন্তা-ভাবনা, পেরেশানী কিংবা কোন জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হবে তার পক্ষে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পড়া উচিত। তাতে সমস্ত জটিলতা সহজ হয়ে যাবে। বাক্যগুলি এরূপ-

---

১৭০. আবুদাঊদ, ছহীহ নাসাঈ হা/১৩৪৭; মিশকাত হা/২৩৫৩।
১৭১. ছহীহ আবূদাঊদ হা/১৫৫৪; মিশকাত হা/২৩৫৬ সনদ ছহীহ।
১৭২. তিরমিযী, সনদ ছহীহ, ছহীহ আবূদাঊদ হা/২৬৩২; মিশকাত হা/২৩২৭।
১৭৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০৬।

لَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَآإِلٰهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ-

উচ্চারণ: *লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল ‘আযীমুল হালীম, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রাব্বুল ‘আরশিল ‘আযীম, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রাব্বুস সামা-ওয়া-তি ওয়া রাব্বুল আরযি রাব্বুল ‘আরশিল কারীম।*

অর্থ: ‘সহনশীল আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, যিনি মহান আরশের প্রতিপালক। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, যিনি আসমান সমূহ ও যমীনের রব এবং মহান আরশের রব’।[১৭৪]

৩৭। বিপদের সময় যা পড়তে হয় :

لَآ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ-

উচ্চারণ: *লা ইলা-হা ইল্লা আনতা সুবহা-নাকা ইন্নী কুনতু মিনায যা-লিমীন।*

অর্থ: ‘(হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি মহা পবিত্র। আমি যালিমদের অন্তর্গত হয়ে গেছি’।[১৭৫]

নবী করীম (ছাঃ) বিপদ ও সংকটকালে বলতেন,

يَا حَىُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ-

উচ্চারণ: *ইয়া-হাইয়্যু ইয়া-ক্বাইয়্যূমু বিরাহমাতিকা আসতাগীছ।*

অর্থ: ‘হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী! তোমার দয়ায় আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি’।[১৭৬]

কোন মুসলমানের উপর বিপদ আসলে বলতে হয়,

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ- اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلِفْ لِىْ خَيْرًا مِّنْهَا-

উচ্চারণ: *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রা-জি‘ঊন, আল্লা-হুম্মা আজিরনী ফী মুছীবাতী ওয়া আখলিফলী খাইরাম মিন্হা।*

অর্থ: ‘নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমার এই বিপদে আমাকে প্রতিফল দাও এবং আমাকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান কর’।[১৭৭]

---

১৭৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০৫।
১৭৫. আম্বিয়া ৮৭।
১৭৬. তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩৪১।
১৭৭. মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩০।

মুমিনের বৈশিষ্ট্য হ’ল, হঠাৎ বালা-মুছীবতের সম্মুখীন হ’লে ধৈর্য সহকারে উক্ত দো‘আ করা।

আবুবকর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, বিপদগ্রস্তের দো‘আ হচ্ছে-

اَللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ فَلاَ تَكِلْنِىْ إِلَى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَّ أَصْلِحْ لِىْ شَانِىْ كُلَّهُ لَآ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা রাহমাতাকা আরজূ ফালা তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বারফাতা ‘আইনিওঁ ওয়া আছলিহলী শা-নী কুল্লাহূ লা ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার দয়া কামনা করি। তুমি আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও আমার নিজের হাতে ছেড়ে দিও না। বরং তুমি স্বয়ং আমার সমস্ত ব্যাপার ঠিক করে দাও। তুমি ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই’।[১৭৮]

৩৮। বিপদগ্রস্ত লোককে দেখে দো‘আ :

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِىْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً–

উচ্চারণ: *আল-হাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী ‘আ-ফা-নী মিম্মাব্‌তালা-কা বিহী ওয়া ফায্‌যালানী ‘আলা কাছীরিম্‌ মিম্মান খালাক্বা তাফ্‌যীলান্‌।*

অর্থ: আল্লাহ্‌র শোকর, যিনি তোমাকে যাতে পতিত করেছেন তা হ’তে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেক জিনিস অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দান করেছেন’।[১৭৯]

ফযীলত : ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) ও আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্তকে দেখে উক্ত দো‘আ পাঠ করবে, তার প্রতি ঐ বিপদ কখনও পৌঁছাবে না, সে যেখানেই থাকুক না কেন’।[১৮০]

৩৯। শত্রুর শত্রুতা থেকে বাঁচার জন্য দো‘আ :

আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন কোন দল সম্পর্কে ভয় করতেন তখন বলতেন,

اَللَّهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্না নাজ‘আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না‘ঊযুবিকা মিন শুরূরিহিম।*

---

১৭৮. ছহীহ আবূদাউদ হা/৫০৯০; মিশকাত হা/২৩৩৪ সনদ হাসান।

১৭৯. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৩১৭।

১৮০. ঐ।

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! তোমাকে তাদের সামনে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছি এবং তাদের অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য তোমার আশ্রয় চাচ্ছি’।[১৮১]

৪০। ভাল ব্যবহার করলে তার জন্য দো‘আ :

– جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا *(জাঝা-কাল্লা-হু খাইরান্)*।

অর্থ: ‘আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন’।[১৮২]

৪১। আকাশে মেঘ হ’লে করণীয় :

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আকাশে মেঘ দেখলে এই দো‘আ পড়তেন,

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا فِيْهِ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ‘উযুবিকা মিন শাররি মা ফীহি।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! এতে যা মন্দ রয়েছে তা হতে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি’।

এতে যদি আল্লাহ মেঘ পরিস্কার করে দিতেন, তিনি আল্লাহ্‌র শোকর করতেন। আর বৃষ্টি বর্ষণ আরম্ভ হ’লে বলতেন- اَللَّهُمَّ سَقْيًا نَافِعًا (আল্লা-হুম্মা সাক্বইয়ান না-ফি‘আন)। অর্থ: ‘হে আল্লাহ! উপকারী পানি দান কর’।[১৮৩]

৪২। ঝড়-তুফানের সময় পঠিতব্য দো‘আ :

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا فِيْهَا وَخَيْرَمَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা খাইরাহা ওয়া খাইরা মাফী হা ওয়া খাইরা মা-উরসিলাত বিহী ওয়া আ‘উযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা ফীহা ওয়া শাররি মা উরসিলাত বিহী।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আগত ঝড়ের সাথে যে কল্যাণ এর মধ্যে যে কল্যাণ এবং যে কল্যাণ নিয়ে উক্ত ঝড় প্রেরিত তার সবগুলোই আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। আর আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি তার অকল্যাণ হ’তে, তার মধ্যে নিহিত অকল্যাণ হ’তে এবং যে অকল্যাণ নিয়ে প্রেরিত হয়েছে তা হ’তে।[১৮৪]

---

১৮১. আহমাদ, ছহীহ আবূদাঊদ হা/১৫৩৭; মিশকাত হা/২৩২৮ সনদ ছহীহ।

১৮২. তিরমিযী।

১৮৩. নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, ছহীহ আবূদাঊদ হা/৫০৯০; মিশকাত হা/১৪৩৪ সনদ ছহীহ।

১৮৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৭।

৪৩। বৃষ্টি চেয়ে দো‘আ :

اَللَّهُمَّ أَغِثْنَا– اَللَّهُمَّ أَغِثْنَا– اَللَّهُمَّ أَغِثْنَا –

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা আগিছনা, আল্লা-হুম্মা আগিছনা, আল্লা-হুম্মা আগিছ না।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দাও। হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দাও। হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দাও’।[১৮৫]

اَللَّهُمَّ اسْقِنَا– اَللَّهُمَّ اسْقِنَا– اَللَّهُمَّ اسْقِنَا–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মাসক্বিনা আল্লা-হুম্মাসক্বিনা, আল্লা-হুম্মাসক্বিনা।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! বৃষ্টি দাও, হে আল্লাহ! বৃষ্টি দাও, হে আল্লাহ! বৃষ্টি দাও’।[১৮৬]

اَللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مَّرِيْئًا مَرِيْعًا نَّافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মাসক্বিনা গাইছাম মুগীছাম মারীআন মারী‘আন না-ফি‘আন গাইরা যা-র্‌রিন ‘আ-জিলান গাইরা আ-জিলিন।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন সুপেয় পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত, কর যা ফসল উৎপাদনে খুবই সহায়ক, অতি কল্যাণকর, কোন ক্ষতিকারক নয়, সহসা আগমনকারী, বিলম্বকারী নয়’।[১৮৭]

৪৪। বৃষ্টি বর্ষণ হ’তে দেখলে বলতে হয় :

اَللَّهُمَّ صَيِّبًا نَّافِعًا– *(আল্লা-হুম্মা ছাইয়িবান্ না-ফি‘আন্)।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! মুষলধারায় কল্যাণকর বৃষ্টি দাও’।[১৮৮]

৪৫। বৃষ্টি বন্ধের দো‘আ :

اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا– اَللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ وَالْجِبَالِ وَالْآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা হাওয়া-লাইনা ওয়া লা ‘আলাইনা, আল্লা-হুম্মা ‘আলাল আকা-মি ওয়াল্ জিবা-লি ওয়াল্ উজা-মি ওয়ায্ যিরা-বি ওয়াল্ আওদিইয়াতি ওয়া মানা-বিতিশ্ শাজারি।*

---

১৮৫. বুখারী হা/৯৫৯।
১৮৬. বুখারী হা/৯৫৮।
১৮৭. আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৪২১।
১৮৮. বুখারী হা/৯৭৫, মিশকাত হা/১৪১৪।

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমাদের আশে-পাশে বৃষ্টি বর্ষণ কর, আমাদের উপরে করিও না। হে আল্লাহ! টিলা, পাহাড়, উচ্চভূমি, মালভূমি, উপত্যকা এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ কর’।[১৮৯]

৪৬। কুরবানী করার দো‘আ :

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ– *(বিস্‌মিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার)*।

অর্থ: ‘আমি আল্লাহ্‌র নামে যবেহ করছি, তিনি মহান’।[১৯০]

بِسْمِ اللهِ اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّىْ وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِىْ–

উচ্চারণ: *বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলি বাইতী।*

অর্থ: ‘আমি আল্লাহ্‌র নামে যবেহ করছি। হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ থেকে’।[১৯১]

৪৭। চাঁদ দেখার দো‘আ :

ত্বালহা ইবনু ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) যখন নতুন চাঁদ দেখতেন তখন বলতেন-

اَللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالْإِسْلاَمِ رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللهُ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহূ ‘আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ঈমা-নি ওয়াস সালামাতি ওয়াল ইসলা-মি রাব্বী ওয়া রাব্বুকাল্লা-হু।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! এই নতুন চাঁদকে আমাদের হেফাযত, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের কল্যাণের সাথে উদয় কর। (হে চাঁদ) আমার প্রভু ও তোমার প্রভু এক আল্লাহ’।[১৯২]

৪৮। নবজাত শিশুর তাহনীক ও দো‘আ করা :

‘তাহনীক’ শব্দের অর্থ- অভিজ্ঞ করা, সুদক্ষ করা। কোন তাক্বওয়াশীল ব্যক্তি খেজুর চিবিয়ে কিংবা মধু বা মিষ্টি জাতীয় কোন বস্তুতে স্বীয় লালা মিশ্রিত করে নবজাত শিশুর মুখে দেওয়াকে ‘তাহনীক’ বলে।

আসমা বিনতু আবুবকর (রাঃ)-এর সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর তাকে এনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোলে তুলে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি খেজুর

---

১৮৯. বুখারী হা/৯৫৮।
১৯০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৬৯।
১৯১. ড: মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মাসায়েলে কুরবানী।
১৯২. তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩১৬।

আনতে বললেন এবং তিনি তা চিবিয়ে ছেলের মুখে তুলে দিলেন এবং তার জন্য বরকতের দো‘আ করলেন-

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ –

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা বা-রিক লাহুম ফীমা রাঝাক্বতাহুম।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! তাকে সর্ববিষয়ে বরকত দান কর এবং যে রূযী দিয়েছ তাতেও বরকত দান কর’।[১৯৩]

৪৯। হাঁচি দিয়ে ও শুনে যে দো‘আ পড়তে হয় :

হাঁচি দিয়ে বলতে হয় اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *(আল- হামদু লিল্লা-হ)*; অর্থ ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র’।

শ্রোতা বলবে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ *(ইয়ারহামু কাল্লা-হু)* অথ ‘আল্লাহ তোমার উপর রহমত বর্ষণ করুক’।

হাঁচি দাতা পুনরায় বলবে

–يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ *(ইয়াহদীকুমুল্লা-হু ওয়া ইউছ্লিহু বা-লাকুম্)*।

অর্থ: ‘আল্লাহ তোমাকে (বা তোমাদেরকে) হেদায়াত করুন এবং তোমাকে (বা তোমাদেরকে) সংশোধন করুন’।[১৯৪]

অমুসলিমদের হাঁচির জবাবেও يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ পড়বে।

৫০। হাটে-বাজারে প্রবেশ করার সময় দো‘আ :

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَّ يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ–

উচ্চারণ: *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা শারীকা লাহূ লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া হাইয়্যুল লা-ইয়ামূতু বিইয়াদিহিল খাইরু ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।*

অর্থ: ‘আল্লাহ ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি

---

১৯৩. বুখারী হা/৪৯৬০; মিশকাত হা/৩৯৭২।
১৯৪. আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৫৩৪।

চিরঞ্জীব, কখনও মৃত্যুবরণ করবেন না। তাঁর হাতেই কল্যাণ এবং তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান'।[১৯৫]

নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি উক্ত দো'আ পড়ে বাজারে প্রবেশ করবে, আল্লাহ তার জন্য দশ লক্ষ পুণ্য লিখবেন, দশ লক্ষ পাপ মুছে দিবেন, দশ লক্ষ মর্যাদা বাড়াবেন, বেহেশতে তার জন্য একটি ঘর প্রস্তুত করবেন'।[১৯৬]

৫১। রোগীকে দেখতে যাওয়া এবং তার জন্য দো'আ :

রোগী দেখতে যাওয়ার ফযীলত: ছাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন মুসলমান যখন কোন রোগী দেখতে যেতে থাকে, তখন সে জান্নাতের ফল আহরণ করতে থাকে (অথবা জান্নাতের পথে চলতে থাকে), যতক্ষণ না সে প্রত্যাবর্তন করে'।[১৯৭]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমাদের মধ্যে কারো যখন অসুখ হ'ত তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ডান হাত অসুস্থ ব্যক্তির গায়ে বুলাতেন এবং বলতেন,

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِى لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَّ يُغَادِرُ سَقَمًا–

উচ্চারণ: আযহিবিল বা'সা রাব্বাননা-সি ওয়াশফি আনতাশ শা-ফী লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা শিফা-আল লা-ইউগা-দিরু সাক্বামা।

অর্থ: 'হে মানুষের প্রতিপালক! তুমি এ রোগ দূর কর, তাকে আরোগ্য দান কর, তুমিই আরোগ্যদানকারী। তোমার আরোগ্য ব্যতীত কোন আরোগ্য নেই, এমন আরোগ্য, যা ধোকা দেয় না কোন রোগীকে'।[১৯৮]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) কোন রোগীকে দেখতে গেলে বলতেন-

لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ– *(লা-বা'সা ত্বহূরুন ইনশা-আল্লা-হ)।*

অর্থ: 'ভয় নেই, আল্লাহ্র মেহেরবানীতে আরোগ্য লাভ করবে ইনশাআল্লাহ'।[১৯৯]

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, কেউ কোন রোগীকে দেখতে গেলে তার সামনে সে নিম্নের দো'আটি সাত বার পড়বে,

أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ–

---

১৯৫. তিরমিযী, সনদ হাসান, ইবনু মাজাহ হা/২২৩৫; মিশকাত হা/২৩১৮।
১৯৬. ঐ।
১৯৭. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৪১।
১৯৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৪৪।
১৯৯. বুখারী, মিশকাত হা/১৪৪৩।

***উচ্চারণঃ** আসআলুল্লা-হাল 'আযীমা রাব্বাল 'আরশিল 'আযীমি আইয়্যাশফিয়াকা।*

অর্থঃ 'আমি মহান আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করছি, যিনি মহান আরশের অধিকারী, তিনি যেন তোমাকে আরোগ্য দান করেন'।[২০০]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন কোন মানুষ তার কোন অঙ্গে বেদনা অনুভব করত বা কোথাও ফোড়া, বাঘী ইত্যাদি দেখা দিত, তখন নবী করীম (ছাঃ) তার উপর নিজের অঙ্গুলি বুলাতে বুলাতে বলতেন,

بِسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفَى سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا-

***উচ্চারণঃ** বিসমিল্লা-হি তুরবাতু আরযিনা বিরীক্বাতি বা'যিনা-লিইউশফা সাক্বীমুনা বিইযনি রাব্বিনা।*

অর্থঃ 'আল্লাহ্‌র নামে, আমাদের যমীনের মাটি আমাদের কারো থুথুর সাথে মিশিয়ে আমাদের রোগীকে ভাল করবে, আমাদের প্রভুর নির্দেশে'।[২০১]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন অসুস্থ হ'তেন 'মু'আওবিযাতান' দ্বারা নিজের শরীরের উপর ফুঁ দিতেন এবং নিজের হাত দ্বারা শরীর মুছে ফেলতেন (যেন রোগ দূর করা হচ্ছে)।[২০২]

'মু'আওবিযাতান' হল (১) কুরআনের শেষ দুই সূরা- সূরা ফালাক্ব ও নাস অথবা (২) সূরা কাফেরূন ও এখলাছ অথবা (৩) সে সকল আয়াত, যাতে আল্লাহ্‌র স্মরণ করা হয়েছে।

ওছমান ইবনু আবুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একবার তিনি তার শরীরে বেদনার কথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জানালেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি তোমার শরীরে যেখানে বেদনা অনুভূত হচ্ছে সেখানে হাত রেখে তিনবার 'বিসমিল্লাহ' আর সাত বার বল-

أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ-

***উচ্চারণঃ** আ'ঊযু বি'ইঝঝাতিল্লা-হি ওয়া কুদরাতি-হী মিন্‌ শাররি মা-আজিদু ওয়া উহা-যিরু।*

অর্থঃ 'আমি আল্লাহ্‌র প্রতাপ ও তাঁর ক্ষমতার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি যা আমি অনুভব করছি ও আশংকা করছি তার মন্দ হ'তে'। ওছমান (রাঃ) বলেন, আমি তা করলাম, ফলে আল্লাহ আমার শরীরে যা ছিল তা দূর করে দিলেন।[২০৩]

---

২০০. আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৪৬৭।
২০১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৪৫।
২০২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৪৬।
২০৩. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৪৭।

৫২। মৃত্যু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাময় ব্যক্তির দো'আ :

নবী করীম (ছাঃ) মৃত্যুর আগে নিম্নের দো'আ বেশী বেশী পড়ছিলেন-

اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَأَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلَى-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মাগ্ফিরলী ওয়ার হাম্নী ওয়া আলহিক্বনী বিররাফীক্বিল আ'লা।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর এবং আমাকে মহান বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও'।[২০৪]

৫৩। মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট যা বলতে হয় :

আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিদেরকে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' বলে দিবে'।[২০৫]

মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট স্পষ্ট করে ও ধীরে ধীরে উক্ত কালিমাটি শুনাতে হবে, যাতে সে পড়তে পারে।

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যার শেষ বাক্য হবে, 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' সে জান্নাতে যাবে।[২০৬]

মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করার সময় যে দো'আ পড়তে হয়:

উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু সালামার নিকট পৌঁছলেন তখন তাঁর চক্ষু-খোলা ছিল। তিনি তার চক্ষু বন্ধ করে বললেন, রূহ যখন কবয করা হয় তখন চক্ষু তার অনুসরণ করে। একথা শুনে আবু সালামার পরিবারের কিছু লোক চিৎকার করে কেঁদে উঠলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, নিজেদের জন্য মঙ্গল কামনা ছাড়া অযথা কিছু করো না। কেননা তোমরা যা বলবে, তার উপর ফেরেশতাগণ আমীন বলবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন,

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِىْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِىْ عَاقِبِهِ فِى الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْلَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِىْ قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মাগফিরলি আবী সালামাতা ওয়ারফা' দারাজাতাহূ ফিল মাহদিইয়্যিনা ওয়াখলুফহু ফী 'আক্বিবিহী ফিল গা-বিরীন, ওয়াগ্ফিরলানা ওয়া লাহূ ইয়া-রাব্বাল 'আ-লামীনা ওয়াফসাহ্ লাহূ ফী ক্বাবরিহী ওয়া নাওবির লাহূ ফীহ্।*

---

২০৪. বুখারী, মুসলিম।
২০৫. মুসলিম, মিশকাত হা/১৫২৮।
২০৬. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৫৩৩।

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! তুমি আবু সালামাকে মাফ করে দাও, হেদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান কর এবং তার পিছনে যারা রয়ে গেল তাদের মধ্যে তুমিই তার প্রতিনিধি হও। ইয়া রাব্বাল আলামীন! তুমি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা কর, তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং তাতে তার জন্য আলোর ব্যবস্থা কর’।[২০৭]

বি:দ্র: দো‘আতে আবু সালমার নাম আছে। আবু সালমার নাম বাদ দিয়ে যার জন্য দো‘আ পাঠ করা হবে তার নাম উক্ত জায়গায় সংযুক্ত করা যাবে।

৫৪। কোন নতুন জায়গায় গিয়ে দো‘আ :

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ–

উচ্চারণ: *আ‘উযুবিকালিমা-তিল্লা-হিত্‌তা-ম্মা-তি মিন শাররি মা-খালাক্বা।*

অর্থ: ‘আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ কালিমা দ্বারা তার সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে মুক্তি চাচ্ছি’।[২০৮]

খাওলা বিনতে হাকীম (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন স্থানে অবতরণ করে উক্ত দো‘আ পাঠ করবে তাকে কোন জিনিস ক্ষতি করতে পারবে না, সেই স্থান হ’তে প্রস্থান করা পর্যন্ত।[২০৯]

৫৫। ‘আনন্দের’ সংবাদ শুনে করণীয় :

নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে আনন্দের সংবাদ আসলে তিনি আল্লাহ তা‘আলার শুকরিয়া আদায় স্বরূপ সিজদায় পড়ে যেতেন।[২১০]

আশ্চর্যজনক অবস্থায় ‘সুবহানাল্লাহ’ ও আনন্দের সময় ‘আল্লাহু আকবার’ বলতে হয়।[২১১]

৫৬। কেউ প্রশংসা করলে বলতে হয় :

اَللَّهُمَّ لاَ تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ– وَاغْفِرْلِىْ مَا لاَ يَعْلَمُوْنَ، وَاجْعَلْنِىْ خيْرًا مِّمَّا يَظُنُّوْنَ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা লা-তুআ-খিয্‌নী বিমা ইয়াকূলূনা, ওয়াগ্‌ফিরলী মা-লা ইয়া‘লামূনা ওয়াজ‘আলনী খাইরাম মিম্মা-ইয়াযুননূনা।*

---

২০৭. মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩১।
২০৮. মুসলিম, মিশকাত হা/২৩১০।
২০৯. ঐ।
২১০. আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৪০৮।
২১১. বুখারী (ই.ফা) হা/৫৬৭২।

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! তারা যা বলছে তার জন্য আমাকে পাকড়াও কর না, আমাকে ক্ষমা কর, যা তারা জানে না। আর আমাকে তাদের ধারণার চেয়েও ভাল করে দাও।[২১২]

৫৭। শিরক থেকে বাঁচার দো‘আ :

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ- وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ‘ঊযুবিকা আন্ উশরিকা বিকা ওয়া আনা আ‘লামু, ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা লা আ‘লামু।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শিরক করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আর অজানা অবস্থায় শিরক হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি’।[২১৩]

৫৮। কোন ব্যক্তি দান করলে তার জন্য দো‘আ :

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِىْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ-

উচ্চারণ: *বা-রাকাল্লা-হু লাকা ফী আহলিকা ওয়া মা-লিকা।*

অর্থ: ‘আল্লাহ! তোমার সম্পদ ও পরিবারবর্গে বরকত দান করুন’ *(বুখারী)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু আবু আওফা (রাঃ) বলেন, যখন কোন ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট ছাদাক্বাহ নিয়ে আসত, তখন তিনি বলতেন,

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ- *(আল্লা-হুম্মা ছাল্লি ‘আলাইহি)।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! তুমি তার প্রতি দয়া কর’।[২১৪]

৫৯। বরকত সহ সম্পদ বৃদ্ধির দো‘আ :

উম্মে সুলাইম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আনাস আপনার খাদেম, আপনি আল্লাহ্র নিকট তার জন্য দো‘আ করুন। নবী করীম (ছাঃ) দো‘আ করলেন,

اَللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَهُ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা আকছির মা-লাহু ওয়া ওয়ালাদাহু ওয়া বা-রিক লাহু ফীমা আ‘ত্বাইতাহু।*

---

২১২. বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, হিসনুল মুসলিম।
২১৩. আহমাদ, হিসনুল মুসলিম।
২১৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৮৫।

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আপনি তার সম্পদ ও সন্তান বাড়িয়ে দিন, আর আপনি তাকে যা কিছু দিয়েছেন তাতে বরকত দান করুন’।[২১৫]

৬০। ইফতারের দো‘আ :

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন ইফতার করতেন তখন বলতেন,

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ–

উচ্চারণ: *যাহাবায যামা-উ ওয়াব তাল্লাতিল ‘উরূকু, ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লা-হ।*

অর্থ: ‘তৃষ্ণা দূর হ’ল, শিরা-উপশিরা সিক্ত হ’ল এবং সওয়াব নির্ধারিত হ’ল ইনশাআল্লাহ।[২১৬]

৬১। লায়লাতুল ক্বদরের দো‘আ :

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা ‘আফুউউন তহিব্বুল ‘আফ্ ওয়া ফা‘ফু ‘আন্নী।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে ভালবাস, অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর’।[২১৭]

৬২। পশুর পিঠে আরোহনের দো‘আ :

একদা আলী (রাঃ)-এর নিকট একটি আরোহনের পশু আনা হ’লে তিনি তাতে পা রাখার সময় ‘বিসমিল্লাহ’ বললেন। পিঠে আরোহনের পর ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ বললেন। অতঃপর বললেন,

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ– وَإِنَّا إِلى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ–

উচ্চারণ: *সুবহা-নাল্লাযী সাখখারা লানা হা-যা ওয়া মা-কুন্না লাহূ মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্না- ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিবূন।*

অর্থ: ‘পবিত্র তিনি, যিনি (আল্লাহ) একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব’। অতঃপর তিনবার ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ এবং তিনবার ‘আল্লাহু আকবার’ বললেন।

এরপর বললেন,

---

২১৫. বুখারী হা/৫৮২৫।
২১৬. আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৮৯৬।
২১৭. আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৯৯০।

سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ–

উচ্চারণ: *সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী ফাগফিরলী ফাইন্নাহূ লা ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আনতা।*

অর্থ: 'আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, হে আল্লাহ! আমি আমার আত্মার উপর অত্যাচার করেছি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কেননা তুমি ছাড়া অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই'।[২১৮]

উল্লেখ্য: উক্ত দো'আ যান্ত্রিক স্থল ও আকাশ যানবাহনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

৬৩। সফরের দো'আ :

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সফরে বের হবার সময় যখন উটের পিঠে আরোহন করতেন তখন তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। অতঃপর বলতেন,

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ– وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ– اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى– اَللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ لَنَا بُعْدَهُ– اَللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْأَهْلِ وَالْمَالِ– اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْأَهْلِ–

উচ্চারণ: *সুবহা-নাল্লাযী সাখখারা লানা হা-যা ওয়া মা-কুন্না লাহূ মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুন ক্বালিবূন। আল্লা-হুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী সাফারিনা হা-যাল বিররা ওয়াত্ তাক্বওয়া ওয়া মিনাল 'আমালি মা-তারযা। আল্লা-হুম্মা হাওবিন 'আলাইনা সাফারানা হা-যা ওয়া আত্ববি লানা বু'দাহূ। আল্লা-হুম্মা আনতাছছাহিবু ফিসসাফারি ওয়ালখালীফাতু ফিলআহলি ওয়ালমালি। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন ওয়া'ছা-ইস সাফারি ওয়া কা-বাতিল মানযারি ওয়া সূইল মুনক্বালাবি ফিল মা-লি ওয়াল আহলি।*

অর্থ: পবিত্র তিনি, যিনি (আল্লাহ) এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন এবং আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমরা আমাদের এই সফরে তোমার নিকট মঙ্গল ও পরহেযগারী কামনা করছি। আর এমন আমল কামনা করছি, যা তোমার সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হবে। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এই সফরকে সহজসাধ্য করে দাও এবং তার দূরত্বকে কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ!

---

২১৮. আহমাদ, তিরমিযী, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/২৩২১।

তুমিই এই সফরে আমাদের সাথী এবং পরিবার-পরিজন ও সম্পদের তুমিই একমাত্র রক্ষক। হে আল্লাহ! তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি সফরের ক্লান্তি, বেদনাদায়ক দৃশ্য এবং প্রত্যাবর্তনের পর সম্পদ ও পরিবারের ক্ষয়ক্ষতি ও অশুভ পরিণতি হতে'।

আর যখন নবী করীম (ছাঃ) সফর হ'তে ফিরে আসতেন তখন নিম্নের অংশটুকু বৃদ্ধি করে বলতেন,

آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ–

উচ্চারণ: *আ-ইবূনা, তা-ইবূনা, 'আ-বিদূনা লিরাব্বিনা হা-মিদূন।*

অর্থ: 'আমরা প্রত্যাবর্তন করলাম তওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী রূপে'।[২১৯]

৬৪। ঈদের দিনে তাকবীর পাঠ :

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার ওয়া লিল্লা-হিল হামদ্।*

অর্থ: আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য *(ইবনু আবী শায়বা)*।

৬৫। প্রতিদিনের তাসবীহ-তাহলীল :

আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশী বেশী করে স্মরণ কর' *(আহযাব ৪১)*।

সূরা আ'রাফের ৫৫ ও ২০৫নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করার পদ্ধতি জানা যায়। তাঁকে স্মরণ করতে হবে আপন মনে, কাকুতি-মিনতি করে, সংগোপনে, নীরবে, সকালে ও সন্ধ্যায় (সর্বক্ষণ)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় বাক্য ৪টি। আর এ বাক্য ৪টি পাঠ করা তাঁর কাছে সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষা প্রিয়তর। বাক্য ৪টি হল- (১) সুবহা-নাল্লা-হ (২) আল্হামদু লিল্লা-হ (৩) লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ (৪) আল্লা-হু আকবার।[২২০]

নবী করীম (ছাঃ) প্রত্যেক ছালাতের পর ১০ বার করে 'সুবহা-নাল্লা-হ', 'আল-হামদুলিল্লা-হ', 'আল্লা-হু আকবার' পড়তে বলেছেন।[২২১]

---

২১৯. মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০৮।
২২০. মুসলিম, মিশকাত হা/২১৮৬-৮৭।
২২১. বুখারী (ই.ফা) হা/৫৭৭৭।

নবী করীম (ছাঃ) প্রত্যেক ছালাতের পর ও শয্যা গ্রহণ কালে ৩৩ বার ‘সুবহা-নাল্লা-হ’, ৩৩ বার ‘আল-হামদুলিল্লা-হ’, ৩৪ বার ‘আল্লা-হু আকবার’ পড়তে বলেছেন।[২২২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, শ্রেষ্ঠ যিকর হল- ‘লা-ইলা-হা ইল্লল্লা-হ’, আর শ্রেষ্ঠ দো‘আ হল- ‘আল্হামদু লিল্লা-হ’।[২২৩]

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ‘যার শেষ বাক্য হবে ‘লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ’ সে জান্নাতে যাবে’।[২২৪]

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি প্রত্যহ একশ’ বার ‘সুবহা-নাল্লা-হ’ বলবে তার জন্য এক হাযার নেকী লেখা হবে এবং এক হাযার অপরাধ ক্ষমা করা হবে’।[২২৫]

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০ বার ‘সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী’ বলবে তার অপরাধ সমূহ মাফ করে দেয়া হবে। তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হলেও।[২২৬]

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বলবে ‘সুবহা-নাল্লা- হিল ‘আযীম ওয়া বিহামদিহী’ তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হবে।[২২৭]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, জান্নাতের ধনাগারের একটি কালেমা হল- ‘লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ’।[২২৮]

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যহ ১০০ বার বলবে, ‘লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা-শারীকালাহূ লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া ‘আলা-কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর’ সে ১০জন দাস মুক্ত করার সমান ছওয়াব পাবে, তার জন্য ১০০টি পুণ্য লেখা হবে, ১০০টি অপরাধ ক্ষমা করা হবে, ঐ দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান হ’তে নিরাপদ থাকবে এবং সে সবচেয়ে বেশী মর্যাদার অধিকারী হবে।[২২৯]

ইউসিরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে বললেন, তোমাদের জন্য তাসবীহ, তাহলীল, তাকদীস পাঠ করা যরূরী। তোমরা আঙ্গুলের মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ কর। নিশ্চয়ই আঙ্গুলকে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং আঙ্গুল কথা

---

২২২. মুসলিম, মিশকাত হা/৯০৪, ২২৭৭।
২২৩. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২১৯৮।
২২৪. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৫৩৩।
২২৫. মুসলিম, মিশকাত হা/২১৯১।
২২৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১৮৮।
২২৭. তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৯৬।
২২৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১৯৫।
২২৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১৯৪।

বলবে।[২৩০] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে দক্ষিণ হস্ত দিয়ে তাসবীহ গণনা করতে দেখেছি।[২৩১]

৬৬। বৈঠকে যে দো‘আ পড়তে হয় :

একই বৈঠকে নবী করীম (ছাঃ) একশত বার নিম্নের দো‘আটি পড়তেন,

رَبِّ اغْفِرْلِى وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ–

উচ্চারণ: *রাব্বিগ ফিরলী ওয়াতুব ‘আলাইয়্যা ইন্নাকা আনতাত্ তাউওয়াবুল গাফূর।*

অর্থ: ‘প্রভু হে! তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার তওবা কবুল কর। কেননা তুমি তওবা কবুলকারী ক্ষমাশীল’।[২৩২]

৬৭। বৈঠক শেষের দো‘আ :

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কোন বৈঠকে বসতেন বা কুরআন তেলাওয়াত করতেন অথবা কোন ছালাত আদায় করতেন এসব কিছুর সমাপ্তি ঘোষণা করতেন এই বলে,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ–

উচ্চারণ: *সুব্হা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আন লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা আস্তাগ্ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র এবং তোমার প্রশংসা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তওবা করছি’।[২৩৩]

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকলকে ক্ষমা কর এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করার তাওফীক্ব দান কর। আমীন!!

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ –
اللَّهُمَّ اغْفِرْلِى وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الحِسَابُ–

॥ সমাপ্ত ॥

---

২৩০. তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২২০৮।
২৩১. আবুদাঊদ, হিসনুল মুসলিম, ২৯৯ পৃঃ।
২৩২. আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২২৪৩।
২৩৩. আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৩৩৭।